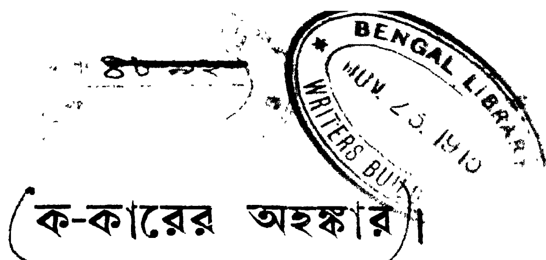
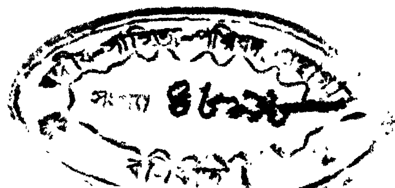


ক-কারের অহঙ্কার।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন
এম্, এ, কর্ত্তৃক প্রকটিত।

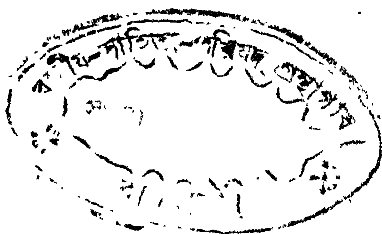
১৩২২

নিষ্ক্রয় এক শিকি ও এক আনা।



২৫।১ নং স্কট্‌লেন, কলিকাতা
বঙ্গবাসী কলেজ স্কুল বুকষ্টল হইতে
শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা কলেজ প্রেসে,
এম্‌, সি, চক্রবর্ত্তি দ্বারা মুদ্রিত।



কৈফিয়ত।

'ককারের অহঙ্কার', প্রকৃতপক্ষে, পূর্ব্ব-প্রকাশিত 'অনুপ্রাস' নামক পুস্তকের ক্রোড়পত্র বা জের। ইহা তেরশত একুশ সালে কার্ত্তিক (বা অক্টোবর) মাসে শুক্রবারে ৺কাশীধামে লেখকের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। পরে ইহা কয়েকখানি মাসিক পত্র-পত্রিকায় কিস্তিতে কিস্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। 'অনুপ্রাসে' ভাষাতত্ত্বের একটি কূটরহস্য প্রকটিত করিয়াছিলাম, শুধু বর্ণবিন্যাস-কৌশল লইয়া কৌতুকক্রীড়া করি নাই। কিন্তু বর্ত্তমান পুস্তকে সেরূপ কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নাই। ভাষাতত্ত্বের কোন প্রশ্নের আলোচনা ইহার বিষয়ীভূত নহে বলিয়া প্রসঙ্গক্রমে আমাদের কথাবার্ত্তায় প্রচলিত ইংরাজী শব্দের বুকনি দিতে কুণ্ঠাবোধ করি নাই।

বিষয়টি পাঠক-পাঠিকাকে নির্দ্দোষ আমোদ প্রদান করিবার জন্যই কল্পিত। সাহিত্যসেবী সহযোগীদিগের রচনা-সমালোচনাচ্ছলে কুৎসা-কটূক্তি ও ব্যক্তিগত আক্রমণ দ্বারা রসিকতার চেষ্টা করা অপেক্ষা বোধ হয় এরূপ সাহিত্যকৌতুক সুধীসম্মত। ফলকথা, এই ক্ষুদ্র পুস্তক সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের চক্ষে সাহিত্যক্ষেত্রের আগাছা ক্রোটন বা পাতাবাহার হইতে পারে, কিন্তু ক্লেশকর ওকড়া, শিয়াকুল বা আলকুশি নহে।

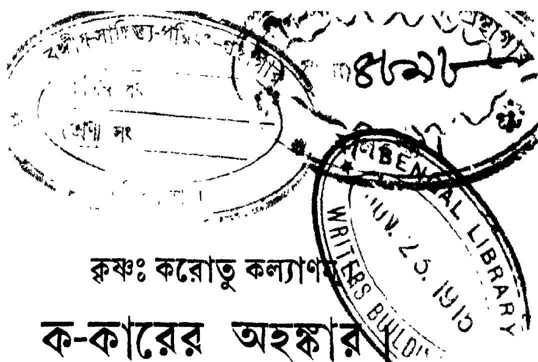
ইতি—

কলিকাতা }
দেবীপক্ষ, ১৩২২ }

পাঠক-পাঠিকার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী

লিপিকর।





কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণম্।

ক-কারের অহঙ্কার।

(বক্তা খোদ কর্ত্তা)

লিপিকর :—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম্মকর্ম্ম।

'ক'এ কৃষ্ণ কেশব কংসারি মুকুন্দ মধুকৈটভারি কেশিমথন কালীয়দমন কালিন্দীজলকল্লোল-কোলাহল-কুতূহলী কানাইলাল পাঠক-পাঠিকার কল্যাণ করুন। দেবকী যাঁহার জননী, রুক্মিণী যাঁহার ঘরণী, রাধিকা যাঁহার প্রণয়িনী, কুব্জা যাঁহার অঙ্কশায়িনী, কংস যাঁহার মাতুল, সঙ্কর্ষণ যাঁহার অগ্রজ, আর কেন্দুবিল্বের বিলাসকলাকুতূহলী কবি যাঁহার সাধক, সেই কৃষ্ণচন্দ্রের আমাকে নহিলে এক পলকও চলে না, তাই তিনি

আমাকে অসঙ্কোচে মাথায় রাখিয়াছেন। আর মান-ময়ী রাধিকাও আমাকে পদান্তে স্থান দিয়াছেন। কৃষ্ণ-রাধিকার কোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে, কেলিকদম্বমূলে, কালিন্দীকূলে, বঙ্কিমঠামে, আমাকেই দেখিতে পাওয়া যায়। কালাচাঁদের কোলে রাইকিশোরী আমারই যোটকতায় ঘটিয়াছে। কলঙ্কভঞ্জন আমারই কীর্ত্তি-পতাকা; নবনারীকুঞ্জরও আমার বিনা মঞ্জুরে হয় নাই। গোকুলে আমি, দ্বারকায় আমি, আবার গোলোকে বৈকুণ্ঠে আমি, ক্ষীরোদশয়নে লক্ষ্মীর অঙ্কেও আমি। সাধে কি 'ক-অক্ষর দেখিয়া কান্দয়ে প্রহ্লাদ' ?

পক্ষান্তরে, ভক্ত শাক্ত—কালী করালী মুক্তকেশী কপালিনী কাত্যায়নী কৈবল্যদায়িনী কলিকলুষনাশিনী কুলকুণ্ডলিনীর ককারাদিস্তবে আমারই কীর্ত্তিকথা কীর্ত্তন করেন। 'কালীকল্পতরু' ও 'কালী কুলাও' বুলি আমারই ঝুলিঝাড়া। পরন্তু কৃষ্ণকালীর অভেদকরণে আমার কৃতিত্ব কম নহে।

আবার শৈব—শঙ্কর কামারি কৃত্তিবাসাঃ কাশীশ্বর তারকেশ্বর নকুলেশ্বর প্রভৃতি নামকীর্ত্তনে আমারই

পবিত্র প্রভাব অনুভব করেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠে আমি, ব্যোমকেশের কেশে আমি, বিরূপাক্ষের অক্ষিতে আমি, মহাকালের মধ্যে আমি, ত্র্যম্বক-ত্রিপুরান্তকের অন্তে আমি। আবার কপর্দ্দে আমি, পিনাকে আমি, ত্রিপুণ্ড্রকে আমি, রুদ্রাক্ষে আমি। কৈলাসবাসী নন্দিকেশ্বর হইতে কাশীকোতোয়াল কালভৈরব পর্য্যন্ত আমার করায়ত্ত।

অলকাপতি কুবের, কুমার কার্ত্তিকেয়, কন্দর্প বা কামদেব, কৃতান্ত বা কাল, সনৎকুমার, অশ্বিনীকুমার, কেহই আমাকে ছাঁটিয়া ফেলেন নাই। আমার মান রাখিবার জন্য ব্রহ্মা কমলযোনি, বিষ্ণু বৈকুণ্ঠবাসী বা ক্ষীরোদশায়ী, মহাদেব কৈলাসবাসী বা কাশীবাসী, অগ্নি পাবক, ইন্দ্র শক্র ও শতক্রতু, গণপতি বিনায়ক ও একদন্ত, সূর্য্য অর্ক ও ভাস্কর, চন্দ্র সুধাকর ও কুমুদ-বান্ধব। শুক্র আমার বশীভূত, কেতু আমার বিজয়কেতু, অন্যান্য গ্রহগণকেও কুজ, সৈংহিকেয় প্রভৃতি বিকট আখ্যায় আমার অধিকারভুক্ত করিতে পারি। দেবী-গণের মধ্যে ক্ষীরোদজা লক্ষ্মী বা কমলালয়া কমলা

আমার প্রতি সুপ্রসন্না; আমার সন্তোষের জন্য শীতলা কলসধারিণী, গঙ্গা :মকরবাহিনী। আমার করুণা আকর্ষণকল্পে ঘেঁটু ঘণ্টাকর্ণ সাজিয়াছেন। মনসাদেবী নিজনামে আমার অধিকারে আসেন নাই বটে, কিন্তু 'আস্তীকস্য মুনের্ম্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা. জরৎকারুমুনেঃ পত্নী' ইতি পরিচয়-ত্রিতয়ে চরণে চরণে আমার চরণে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। মা সরস্বতীর নাম ক-অক্ষর-বর্জ্জিত বলিয়া 'ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ' ইতি মন্ত্রে তাঁহার পূজাবিধি কল্পিত হইয়াছে; আর, কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস 'কজ্জলপূরিত-লোচনভারে' বলিয়া দেবীর বন্দনা করিয়া আদ্যক্ষরেই আমার কাছে মাথা নোঙাইয়াছেন।

আমি রামনামে নাই, তাই 'কাকুৎস্থং করুণাময়ং' বলিয়া স্তবপাঠে আমার অধীনতা অঙ্গীকার করিতে হয়—নতুবা কৌশল্যাকুমার জানকীকান্ত কুশীলব-জনক ইক্ষ্বাকুকুলতিলকের রক্ষা আছে কি? নারায়ণ আমার প্রভাব অতিক্রম করিতে অশক্ত হইয়া, কৃতযুগে কূর্ম্ম ও শূকররূপ ধারণ করেন ও নরকেশরি-

বেশে হিরণ্যকশিপু বধ করেন; তাহার পর ত্রেতায় তিনি কশ্যপপুত্র ত্রিবিক্রম হয়েন, এবং ক্ষত্রিয়ান্তক অবতারে নিজ জননী রেণুকার লাঞ্ছনা করিয়া ক্ষত্রিয়-বীর অবতারে বিমাতা কেকয়ীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সেই কলঙ্কক্ষালন করেন। দ্বাপরের কৃষ্ণকথা ভূমিকায়ই কহিয়াছি। কলিতে কল্কী অবতারে আমি বিশেষ করিয়া প্রকট।

ব্যঞ্জনবর্ণের আদ্যক্ষর বলিয়াই যে আমার অহঙ্কার, তাহা নহে। একাক্ষরকোষে আমার মহিমা বিস্তারিত করিয়া বিবৃত। ফল কথা, সংস্কৃতভাষায় আমি বহু-দেবতার নামের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। পক্ষান্তরে 'ক' জলের নামান্তর—আর সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় 'অপ এব সসর্জ্জাদৌ।' অতএব এক কালে আমিই সর্ব্বব্যাপী ছিলাম, এ হিসাবে দেখিলেও আমি বড় কেউকেটা নহি।

এখনও আমি শুধু ত্রৈলোক্যে কেন, ভূলোক দ্যুলোক প্রভৃতি সপ্তলোকে লক্ষিত হই। স্বর্গে মন্দাকিনী আমারই কথা কুলকুলরবে গাহিতেছেন,

মর্ত্তে অলকনন্দা সেই ধারাই বজায় রাখিয়াছেন, পাতালে বাসুকি আমাকেই লেজে খেলাইতেছেন। অলকায় আমি, কল্পবৃক্ষে আমি, কপিলা বা কামধেনুতে আমি, সুদর্শনচক্রে আমি, কৌমোদকী গদায় আমি, কৌস্তুভ-স্যমন্তকে আমি। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশে আমি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মে আমি, খেটকখর্পরে আমি। বৈষ্ণবের কুঞ্জেও আমি, শাক্তশৈবের কুপকুণ্ডেও আমি। কালীঘাট কামাখ্যায় আমি, কুলিয়া কেন্দুলীতে আমি। ক্ষীরোদসাগরে আমি, কৈলাসভূধরে আমি, বৈকুণ্ঠগোলোকে আমি, কোণার্ক বা কণারকে আমি, আবার কেশবচন্দ্র সেনের কমলকুটীরেও আমি। কুম্ভীপাক-নরকে আমিই কিল-কিল করিতেছি।

কনখল, কামরূপ, কালীঘাট, কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা, দ্বারকা, নাসিক, তারকেশ্বর, পুষ্কর, ব্রহ্মকুণ্ড, কুশাবর্ত্তঘাট, বিল্বকেশ্বর, নীলকেশ্বর, কুরুক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র সবই আমার স্পর্শে ধর্ম্মক্ষেত্র। কুমায়ুনে বদরিকাশ্রমে আমি, কালী কমলীওয়ালীর ধর্ম্মশালায়ও আমি।

আনন্দকানন অবিমুক্তবারাণসী কাশীতে আমি সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত। চক্রতীর্থে মণিকর্ণিকায়, বিশালাক্ষী আশাকালীতে, সঙ্কটায় সঙ্কটমোচনে, কেদারনাথ-বটুকনাথে, বটুকভৈরবে আদিকেশবে, কামাখ্যায়, মেনকায়, মুক্তি-মণ্ডপে, শিবের কাছারীতে, সাক্ষিবিনায়ক খড়্গবিনায়কে, অক্ষয়বটে অন্নকূটে, দুর্গাকুণ্ড লক্ষ্মীকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড অগস্ত্যকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি কুণ্ডে, ভাস্করানন্দ স্বামীর মূর্ত্তিতে, শঙ্করাচার্য্যের মঠে, রামকৃষ্ণসেবাশ্রমে, কুচবিহারের কালীবাড়ীতে, (কালিয়া গলি, কচুরি গলি, কারমাইকেল লাইব্রেরীই বা বাকী থাকে কেন ?) সর্ব্বত্র আমাকে লক্ষ্য করিবে। তাই শঙ্করবাক্য—'কাশ্যাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা। সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা।' সুতরাং 'যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।' যথাকালে কাশীপ্রাপ্তিতে আমার কর্ত্তব্যের সমাপ্তি।

সাকারে আমি, নিরাকারেও আমি। "একমেবা-দ্বিতীয়ং" "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইত্যাদি বেদবাক্যে

আপ্তবাক্যে আমি, আবার প্রতীকোপাসনায়, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'য়ও আমি; নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে আমি, আবার তারকব্রহ্মনামেও আমি; ইহলোক ইহকালে আমি, পরলোক পরকালেও আমি; কর্ম্মমার্গেও আমি, ভক্তি-মার্গেও আমি; বিবেক-বিরক্তি-অনুরক্তিতে আমি, আবার কৈবল্য-সালোক্য-মোক্ষেও আমি; "কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে, নমস্তৎকর্ম্মভ্যঃ, অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহ-মিতি মন্যতে, কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ" ইত্যাদি জ্ঞানাত্মক কবিবাক্যে আমি; আবার "সৎসঙ্গে কাশীবাস, কায কি আমার কাশী, মন চাঙ্গা ত কাটুয়া গঙ্গা, ডাক ডুব মুটো আর সব ঝুটো" ইত্যাদি চলিত কথায়ও আমি। যুগে যুগে সাধক ভক্ত উপদেশ দিতেছেন,—কামিনীকাঞ্চন বর্জ্জন কর, কর্ম্ম ত্যাগ কর, নিষ্কাম ধর্ম্ম আচরণ কর, কিন্তু ইহাতে প্রাকৃতলোকে অক্ষম, সেও আমার কূটনীতি; কেন না, ষড়্‌রিপুর মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠ স্থান আর চতুর্ব্বর্গফলের সঙ্গে আমার আধাআধি বখরা।

বৈদিক ঋকে আমি, আরণ্যকে আমি, কেনকঠ-মুণ্ডকমাণ্ডুক্যে আমি, কৌথুমী শাখায় আমি, যজুর্ব্বেদের শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে আমি, পুরুষসূক্তে আমি, যাস্কের নিরুক্তে আমি, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় আমি, মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীতে আমি, কূর্ম্মপুরাণ স্কন্দপুরাণ কালিকাপুরাণ কল্কিপুরাণে আমি, মিতাক্ষরায় আমি, কুল্লুককৃতটীকায় আমি। দক্ষক্রতুকর্দ্দম-ঋচীককৌশিক-শুকসনকশতানীক প্রভৃতি রাজর্ষিব্রহ্মর্ষিতে আমি, শঙ্কর-কুমারিল-নীলকণ্ঠে আমি। আমারই কর্ত্তৃত্বে হৃষীকেশ ও গুড়াকেশ নর-নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম, শুক্রাচার্য্য আদর্শগুরু, উতঙ্ক আদর্শশিষ্য।

কর্ম্মকাণ্ডে, ক্রিয়াকাণ্ডে, ক্রিয়াকর্ম্মে, কাম্যকর্ম্মে, নিত্যকর্ম্মে, দশকর্ম্মে, আমি। পঞ্চকন্যায়, ষোড়শ-মাতৃকায়, নবপত্রিকায় আমি। সাধকে, উপাসকে, পূজকে, তন্ত্রধারকে, ঋত্বিকে, আহ্নিকে, অভিষেকে, আরাত্রিকে, কায়মনোবাক্যে, কৃচ্ছ্রসাধনে, সঙ্কল্পে, করন্যাসে, কীলক-কবচে, কোশাকুশীতে, কুশাসনে, কমণ্ডলুতে, তাম্রকুণ্ডে, মধুপর্কে, পাদোদকে, কুমারী-

পূজায়, কূপ-পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠায়, প্রদক্ষিণে, যৎকিঞ্চিৎ-কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণায় আমি। অক্ষয়তৃতীয়ায়, অশোক-ষষ্ঠীতে, স্কন্দষষ্ঠীতে, মাকরী সপ্তমীতে, কুক্কুটী সপ্তমীতে, পিপীতকী দ্বাদশীতে, চম্পকচতুর্দ্দশীতে, বৈকুণ্ঠচতুর্দ্দশীতে, আলোক অমাবস্যায় আমিই লোকের চোখে পড়ি। কুলকুলতীব্রত, গোকলব্রত, কার্ত্তিকে কাত্যায়নীব্রত আমারই প্রসাদাৎ। কালীপূজা, কার্ত্তিকপূজা, ক্ষেত্র-পাল ও ঘণ্টাকর্ণপূজা ও কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় আমি জাগ্রৎ।

আমিই স্বপাকে বা একপাকে ভক্ষণ করাই, আমিই আরাত্রিককালে কাঁসর বাজাই, আমিই ঠাকুরের বৈকালী সাজাই, আমিই ঠাকরুণের কাঠাম বাঁধাইয়া একমেটে করাই ও কালক্রমে ডাকের সাজ চড়াই, আমিই চড়কে কাঠফাটা রৌদ্রে পাক ঘূরাই, আমিই কলা বৌএর কৃশকলেবরে কস্তাপেড়ে কোরাশাড়ী জড়াই। একাদশী আমার একার প্রভাবে পুণ্যতিথি (আমি যে একাই এক-শ), করতোয়া আমারই স্পর্শে পুণ্যতোয়া, কুম্ভমেলা আমারই গুণে পুণ্যমেলা, 'মধুপর্কে

পশোর্বধঃ' আমারই জন্য কলিতে নিষিদ্ধ, 'দশমে কন্যকা প্রোক্তা' আমারই বিধিতে যুক্তিযুক্ত, লোকাচার আমারই বিধানে শাস্ত্রশ্লোক অপেক্ষা অধিক বলবান্, সংক্রান্তিতে আমারই কল্যাণে অশুভের শান্তি। আমারই কৌশলে প্রণবের নাম ওঙ্কার, অনূঢ়ার নাম কন্যা ও কুমারী, আতপতণ্ডুলের নাম অক্ষত, শ্যামা-ঠাকরুণের চুলের নাম কেশ। কৌল-কাপালিক আমারই দোহাই দিয়া 'অদেয় অপেয় অগ্রাহ্য' মদ্যকে 'কারণ' বলিয়া শোধন করিয়া লয়েন।

জাতকের সূতিকাষষ্ঠী ও নিষ্ক্রমণে আমি, বটুক বা মানবকের দীক্ষা-চূড়াকরণ-কর্ণবেধ সংস্কারে আমি, কুশণ্ডিকায়, কনকাঞ্জলিতে, সাতপাকে, পাকস্পর্শে, কাঁচাসাধে, আটকলাইয়েতে আমি, 'কড়ি দিয়ে কিন্‌লাম' এই তুক্‌তাকে আমি, 'উড়কী ধানের মুড়কী দিব শাশুড়ী ভুলাতে' এই স্তোকবাক্যে আমি, 'কলগাড়ীতে চেপে যাব,' 'মিছে কেঁদে মর,' 'কা'র ঘর কর,' ইত্যাদি কন্যার কান্নায়ও আমি। রক্ষাকালীর কাছে হাড়িকাঠে কাল পাঁঠাকাটায় বা আক কুমড়া কাঁচকলা বলিদানে

আমি, কসাইকালীর কাছে লুকাইয়া বকরীকাটায়ও আমি। বৈষ্ণব বাবাজীর বাকল-কৌপীন-কম্বলে আমি, 'টিকি চৈতনচুটকি' তিলক 'কুঁড়োজালি' রসকলিতেও আমি। আমারই চক্রান্তে কষ্ট না কর্‌লে কেষ্ট মেলে না, আর ভেক না নিলে ভিক মেলে না।

আমি সকল ধর্ম্মেই নির্ব্বিকার। দেখ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে আমি (কাঁকুড়গাছি-দক্ষিণেশ্বর উভয়ত্র), বিজয়কৃষ্ণ-কেশবচন্দ্রে আমি, কাঙ্গাল-ফিকীরচাঁদে আমি, গোরক্ষনাথে আমি, আবার নানক-কবীর-তুকারামে আমি। জৈনের তীর্থঙ্করে, বৌদ্ধের শাক্যসিংহে, কপিলবাস্তুতে, কুক্কুল্লায়, মহাভিনিষ্ক্রমণে, ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনে, জাতকত্রিপিটকে, ভিক্ষুপরিব্রাজকে আমি, আবার কুথুমীলাল অলকট ব্ল্যাভাট্‌সকীতেও আমি! কেরেস্তানের ক্রুশকাষ্ঠে আমি, কোমতের প্রত্যক্ষ-বাদেও আমি। ইস্‌লামের কোরাণে আমি, মক্কায় আমি, আল্লা হো আকবরে আমি, কারবালা কোরবানী বকরীদে আমি, ফকীর কাজী কলমায়

আমি, নিকা-তালাক-ওয়াক্‌ফ্‌-কবরে আমি, আবার কাফেরেও আমি। আবার নাস্তিক-চার্ব্বাকেও আমি। অধিক কথায় কায কি, কর্ত্তাভজা-কিশোরীভজাও আমাকে না ভজিয়া পরিত্রাণ পান না। বকধার্ম্মিকের দুইটি পদেই আমি ভর করিয়া আছি। অতএব আমি বিকথনা করিতে পারি কি না?

সর্ব্বধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ভজ।

শুধু ধর্ম্মের কাহিনীতে কেন, সকল ক্ষেত্রেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে। সে সকল কথা ক্রমে কহিব।*

---

* এই পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে (অগ্রহায়ণ ১৩২১) প্রকাশিত

দর্শন।

দর্শনে আমার দর্শন পাও না বলিয়া আমার প্রতি আক্রোশ করিবার কোন কারণ নাই। কেননা, কণাদ কপিল আমাকে শীর্ষে স্থান দিয়াছেন, আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য ন্যায়সূত্রকার গোতম অক্ষপাদ আখ্যা ও বেদান্তসূত্রকার বাদরায়ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ স্বয়ং' আমাকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন, তাই প্রকৃততত্ত্ব তাঁহার নিকটে করামলকবৎ প্রতীয়মান। চার্ব্বাকের আমিই বাক ফুটাইয়াছি। তিনিও লোকায়ত-দর্শনে সকল প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। শারীরকসূত্রে ও বৈশেষিকদর্শনে আমি আছি; সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় আমি 'আদাবন্তে চ' রহিয়াছি। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ও কুসুমাঞ্জলি আমার কৃতিত্বের নিদর্শন। ইংরাজীওয়ালারা কোমত কোঁত কম্‌টে কম্‌টি প্রভৃতি যত রকমেই

তাঁহাদিগের ফরাসী গুরুর নাম বিকৃত করুন, আমাকে এড়াইতে পারিবেন না। সক্রেটিস্, ক্যাণ্ট, ফিক্‌টে, কুজিন, ডেকার্ট, বেকন, লক, বার্কলে, ম্যাকশ, প্রভৃতি বৈদেশিক দার্শনিকও আমার অধিকারভুক্ত।

আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিকে, অবিকৃতি মূলপ্রকৃতিতে, প্রকৃতিবিকৃতিতে, ক্ষণিকবাদে, অধিকরণে, অহঙ্কারে, আন্বীক্ষিকী বা তর্কবিদ্যায়, ন্যায়ের কচকচিতে, কালীশঙ্করীতে, অবচ্ছেদকে, পূর্ব্বপক্ষে, কাকাক্ষিগোলক-ন্যায়ে, সূচিকটাহন্যায়ে, গতানুগতিক-ন্যায়ে, কাকতালীয়ন্যায়ে আমি, আবার কুম্ভক রেচক পূরক প্রভৃতি যোগশাস্ত্রের ক্রিয়ায়ও আমি। পক্ষধরমিশ্রে আমার বিলক্ষণ পক্ষপাত, আবার নবদ্বীপের ন্যায়দীপ রঘুনাথ আমারই কটাক্ষে কাণাভট্টে পরিণত। জয়ন্মীমাংসকে আমি, আবার শঙ্কর তর্কবাগীশ, কালিদাস বিদ্যারত্ন, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, কালীবর বেদান্তবাগীশ, কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, প্রভৃতি নৈয়ায়িক বৈদান্তিক আমার অনুরক্ত

ভক্ত। এতদ্ভিন্ন বহু তর্কবাগীশ, তর্কপঞ্চানন, তর্কালঙ্কার, তর্কভূষণ, তর্কচুঞ্চু, তর্করত্ন, তর্কতীর্থ, আমার পায়ে গড়াগড়ি যান।

ভাষা ও সাহিত্য। (সংস্কৃত)

শিক্ষাকল্পব্যাকরণে আমি মূর্ত্তিমান্। আমারই মাহাত্ম্যে অভিধানের নাম হইয়াছে কোষ। কলাপ-কাতন্ত্রে, সিদ্ধান্তকৌমুদীতে, কাশিকায়, সংক্ষিপ্ত-সারে, কবিকল্পদ্রুমে, শব্দশক্তিপ্রকাশিকায়, প্রাকৃত-প্রকাশে, এমন কি, ব্যাকরণকৌমুদী ও উপক্রমণিকায়, কোথায় আমি নাই? আমিই সূত্রের সহিত বার্ত্তিক যোগ করিয়া দিয়াছি, কাত্যায়ন-কৈয়ট-ক্রমদীশ্বরের মাথায় চড়িয়াছি, ভট্টোজিদীক্ষিতকে দীক্ষিত করিয়াছি, সংস্কৃত রোমক গ্রীক প্রভৃতি ক্ল্যাসিকাল ভাষা গড়িয়াছি। সকল অক্ষরে, বিশেষ করিয়া যুক্তাক্ষরে, আমিই জড়াইয়া আছি; কণ্ঠ্যবর্ণের উচ্চারণকালে কণ্ঠ

ও অনুনাসিক বর্ণের উচ্চারণকালে নাসিকা আমিই চাপিয়া আছি।

কর্ত্তৃকর্ম্মক্রিয়াত্মক বাক্যে, প্রাতিপদিকে, প্রকৃতিতে, বিভক্তিতে, কৃৎপ্রত্যয়ে, কৃত্যপ্রত্যয়ে, কর্ত্তৃবাচ্য কর্ম্মবাচ্য কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে আমি (কেবল ভাববাচ্যে আমার অভাব)। কোন পুরুষে আমি নাই, কিন্তু ক্লীবলিঙ্গে আছি। কারকে আমি, একবচনেও আমি আছি। ক্র্যাদিগণে আমি, ক্রিয়ার কালবোধক বিভক্তিতে আমি। কর্ম্মধারয়ে, একশেষদ্বন্দ্বে, অলুক্ সমাসে, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসে, আমি। বিকল্পবিধানে আমি। আমারই মুখরক্ষার জন্য 'তি', 'ত', 'তবৎ', 'ক্তি', 'ক্ত', 'ক্তবতু' সংজ্ঞালাভ করিয়াছে; গুণবৃদ্ধ্যোরভাজনং' কিপ্‌প্রত্যয় ও 'ইগুপধাজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ' আমারই জয়জয়কার। স্বার্থে কন্, সমাসান্ত ক, এবং ষ্ণিক ও ণক প্রত্যয়—এই চারিটী অস্ত্রে সকল শব্দকে কৃত্রিম উপায়ে স্বকীয় অধিকারে আনিবার জন্য ক্রূরকর্ম্মা আমিই কৌশল প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা কখন লক্ষ্য করিয়াছ কি?

শুধু নীরস দর্শন-ব্যাকরণে কেন, সরস কাব্যেও আমি প্রকাশমান। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং' ইতি লক্ষণেই আমি বার বার তিনবার তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। অলঙ্কারেও আমার ঝঙ্কার সুস্পষ্ট। কাব্য-প্রকাশ কাব্যাদর্শ কণ্ঠাভরণ ধ্বন্যালোক চন্দ্রালোকে তাহা দেখিতে পাইতেছ না কি? কাকু আমারই স্বরবিকার, লক্ষণা আমারই কল্পনা, অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য আমারই অধিকার। অবাচকতা শ্রুতিকটুতা চ্যুতসংস্কৃতি প্রভৃতি দোষেও আমি ঢাকা পড়ি না। যমক রূপক দীপক ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা কাব্যলিঙ্গ পরিকর, সহোক্তি অতিশয়োক্তি স্বভাবোক্তি সমাসোক্তি বিশেষোক্তি, সমস্তই আমার শক্তির বিকাশ। আবার ছন্দঃশাস্ত্র বৃত্তরত্নাকরে আমাকে দেখিতে পাইবে। শ্লোক যুগ্মক বিশেষক কলাপক কুলক সকলই আমার কৌশল। তোটক তূণক দোধকে আমিই পদান্তে আছি, পজ্ঝটিকায় আমিই ঝটিকা উৎপাদন করিয়াছি, বসন্ততিলকে আমিই তিলক পরাইয়াছি, পথ্যাবক্ত্রের বক্ত্রে আমিই শোভা পাইতেছি, শার্দ্দূলবিক্রীড়িতের ক্রোড়ে আমিই ক্রীড়া

করিতেছি। আমারই করুণায় মন্দাক্রান্তা শোক'ভারা-নলসগমনা'।

শতক, শতশ্লোকী, কোষকাব্য, কথা, আখ্যায়িকা, প্রহেলিকা, নাটক ত্রোটক রূপক প্রকরণ, সব আমারই প্রকারভেদ। ভূমিকা বিষ্কম্ভক প্রবেশক প্রবর্ত্তক কথোদ্‌ঘাতে আমাকে পাইবে, অঙ্ক গর্ভাঙ্কে আমাকে পাইবে, 'আকাশে' 'জনান্তিকে' 'কর্ণে' 'নেপথ্যে মহান্ কলকলে' আমাকে পাইবে, আবার পটক্ষেপণেও আমাকে পাইবে। বিদূষক, পারিপার্শ্বিক, কঞ্চুকী, পরিব্রাজিকা, ভর্ত্তৃদারিকা, শকার, নায়ক নায়িকা, স্বকীয়া পরকীয়া, অভিসারিকা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা, প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা, কলহান্তরিতা, কন্যাত্বজাতোপযমা সলজ্জা নবযৌবনা—কেহই আমাছাড়া নহেন। সাত্ত্বিক ভাবে, কামজ দশকগণে, স্তোকবাক্যে, কৃতককোপে, কৃতক-কলহে, আমি লাগিয়াই আছি।

ভক্ষ্যসম্পৃক্ত ষড়্‌রসের মধ্যে মুখপ্রিয় মিষ্ট বা মধুরে না থাকিয়া কটুতিক্তকষায়ে থাকি, তাই সেই কসুর কাটাইবার জন্য আমি কাব্যসম্পৃক্ত নবরসের মধ্যে

করুণরসে থাকিয়া তাহাকে মধুর করিয়াছি। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought—ইংরাজ কবির এই বাক্য আমার কথার পোষক। পক্ষান্তরে আমি ভয়ানকরসেও রহিয়াছি।

বাল্মীকি বা রত্নাকর আদিকবি আমারই মহিমায়। তাই ক্রৌঞ্চবধদর্শনে কবির বক্ত্র হইতে প্রথম শ্লোকের অভিব্যক্তি, শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ। বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কালিদাস নিজ নামের আদ্যক্ষরে আমার মান রাখিয়াছেন, আর আমিও তাঁহাকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছি। কথায় বলে, যাকে রাখ সেই রাখে। আমারই যোটকতায় নীলকণ্ঠসম্ভব জাতুকর্ণীপুত্র শ্রীকণ্ঠকবি করুণরসে কৃতী। ধাবক আমারই কল্যাণে কাব্যবিক্রয়ে কাঞ্চনলাভ করিয়াছিলেন। শূদ্রক মৃচ্ছকটিককার আমারই কৌশলে। কবিকর্ণপূর আমার কৃপায় ভরপূর। কৃষ্ণকর্ণামৃত, চমৎকারচন্দ্রিকা, চৈতন্যচন্দ্রিকা আমারই কর্তৃত্বে বৈষ্ণবের কর্ণে অমৃতক্ষরণ করে।

রামায়ণের কাণ্ডই ত আমাকে লইয়া—লঙ্কাকাণ্ডে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে আমার কিচ্‌কিচি শুনিতে পাও না কি? ত্রিশঙ্কু, ইক্ষ্বাকু, ককুৎস্থ, জনক, কুশধ্বজ, কেকয়, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি ক্ষত্রিয় নৃপগণে, তাড়কা নিকষা কালনেমি কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষস-রাক্ষসীতে, কপিকটকে, গুহকে, বিশল্যকরণীতে, জৃম্ভকে, দণ্ডকারণ্যে, কিষ্কিন্ধ্যায়, লঙ্কায়, অশোক-বনে, কোথায় আমি নাই? বিশেষতঃ কুব্জার কুমন্ত্রণায়, কেকয়ীর ক্রূরতায়, কৌশল্যার ক্রন্দনে, জানকীর অশোকবনে বাসক্লেশে ও অলীককলঙ্ক-কথায়, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে, কুশীলবের রামকথাকীর্ত্তনে, আমার কৃতিত্ব। আমারই জন্য লক্ষ্মণ সৌভ্রাত্রের আদর্শ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন শৌর্য্যবীর্য্যের আধার (কুম্ভকর্ণও কম কি?)।

মহাভারত-কার কৃষ্ণদ্বৈপায়নে আমি, টীকাকার নীলকণ্ঠেও আমি। কুরুক্ষেত্রে, কপিধ্বজরথে, অক্ষৌহিণী সেনামধ্যে আমি বিরাজ করিতেছি। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণার কথায়, তক্ষক-পরীক্ষিতকথায়, কৌরবের

ক্রূরতায়, শকুনির কপট অক্ষক্রীড়ায়, বৃকোদর-কর্ত্তৃক রক্তপানে, শ্রীকৃষ্ণের রথচক্রধারণে, কর্ণের কবচকুণ্ডল-দানে ও অতিথিসৎকারার্থ বৃষকেতুবধে আমি ('করাতে কাটিবে পুত্রে না হবে কাতর')। কুন্তী, কর্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, কৌরব, নকুল, কীচক, বকরাক্ষস, ঘটোৎকচ সকলেই আমার অধিকারভুক্ত। আবার আমার সন্তোষের জন্য দ্রৌপদী কৃষ্ণা, যুধিষ্ঠির কঙ্ক, ভীমসেন বৃকোদর, অর্জ্জুন কিরীটী।

কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র আমারই প্রভাবে শ্রেষ্ঠ কাব্য। আমার অভাবেই রঘুবংশ 'রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং' বলিয়া ধিক্কৃত। পক্ষান্তরে, আমি মেঘদূতে নাই বলিবার যো নাই, কবি 'কশ্চিৎকান্তা' বলিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়া আমারই মর্য্যাদারক্ষা করিয়াছেন; 'যক্ষ-শ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু' ইত্যাদিও আমারই চক্রান্তে; পরন্তু অলকা হইতে কুবেরকর্ত্তৃক বহিষ্কৃত কুবেরকিঙ্কর যক্ষের বিরহকাহিনীতে আমি বহুস্থলে ঝঙ্কৃত—'কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু'

প্রভৃতি বাক্যই তাহার সাক্ষ্য। 'অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ' কালিদাস-সম্পর্কে এই কিংবদন্তী-তেও আমি প্রকৃষ্টরূপে পরিচিত। 'একোঽভূৎ নলিনাৎ' প্রভৃতি কর্ণাটরাজপ্রিয়ার কাণ্ডেও আমি প্রকট।

কালিদাসের খণ্ডকাব্যের অনুকরণ পদাঙ্কদূতে আমার পদাঙ্ক দেখিতে পাও না কি ? আমি কিরাতার্জ্জুনীয়ে আছি, শিশুপালবধে না থাকিলেও কোলাচল-মল্লিনাথ-সূরির সর্ব্বঙ্কষা টীকায় আছি। নাটকের মধ্যে আমি বিশেষভাবে মহানাটক মৃচ্ছকটিক চণ্ডকৌশিক মুদ্রারাক্ষস অবিমারক প্রিয়দর্শিকার শেষরক্ষা করিয়াছি। ইহা ছাড়া কামন্দকী কপালকুণ্ডলা মকরন্দ মদয়ন্তিকা অবন্তিকা মালবিকা বকুলাবলিকা নিপুণিকা কুরঙ্গী বসন্তক দর্শক চাণক্য রাক্ষস শকটদাস প্রভৃতি বহু নাটকীয় পাত্রপাত্রী আমার বশ্যতা স্বীকার করেন।

গদ্যকাব্যে কাদম্বরী আমার প্রধান কীর্ত্তি। শুধু নায়িকা কাদম্বরী কেন, শূদ্রক শুকনাস কপিঞ্জল ইহার সাক্ষী। আর চণ্ডালদারিকা ও তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীর

কথা তুলিব কি? দশকুমারচরিতে, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকায়, আমি বিরাজ করিতেছি। কথাসরিৎসাগরে, বৃহৎ-কথায়, কামন্দকীয় নীতিসারে, কৌটিল্যসূত্রে, চাণক্য-শ্লোকে, আমার সাক্ষাৎ পাইবে। পঞ্চতন্ত্রকে কাকো-লূকীয়ে, কাককূর্ম্মকথায়, মূষিক-কপোতকথায়, করটক-দমনক-কথায়, কল্যাণকটকে, শক্তুশরাবে, করালকেসর কর্পূরপট কাষ্ঠকূট বীণাকর্ণ প্রভৃতি রকমারি নামে, 'কথমেতৎ' ও 'কস্মিংশ্চিৎ' বলিয়া কথারম্ভে আমাকে পাইবে।

কাঁকড়া অক্ষর ও বিভক্তিবাহুল্যের জন্য যদি কটমট সংস্কৃত ভাষা দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠ, তাহা হইলে না হয় কোমলপ্রকৃতি বাঙ্গালা ভাষার কথাই কহিতেছি।

ভাষা ও সাহিত্য। (বাঙ্গালা)

প্রাকৃত ভাষার বিকার বাঙ্গালা ভাষার আধুনিক ব্যাকরণকার পণ্ডিত নকুলেশ্বর আমার অনুগৃহীত। প্রশ্নসূচক বাক্যে কি, কেন, কোথায়, কৈ, অনুজ্ঞায় করুক, বলুক, হউক, যাউক, সম্বন্ধপদে আজকার, কালকার, সত্যিকার, বিদ্যাসাগরী ভাষায় করিবেক, যাইবেক, দেখিবেক, রাঢ়ের গ্রাম্যভাষায় যেতেক্ নারি, শুতেক্ নারি, এ সকলই আমার রকম রকম কারসাজি। কর্ম্মের পিছনে 'কে' লাগিয়া আছে, সে যে আমিই তাহা বুঝ না কি ? 'যতেক', 'এতেক' 'কতক' 'কয়েক' স্থলে আমিই উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসিয়াছি। আমারই জোরে 'জলকে যেতে আঁচলে ধরে কালা।'

আবার বাঙ্গালা ভাষাকে 'সাধু' সাজাইতে হইলেও আমার ডাক পড়ে। কৃ ধাতুর যোগে যৌগিকক্রিয়া-নির্ম্মাণে আমি করিৎকর্ম্মা। আমার সহায়তায় রন্ধন করা, ভক্ষণ করা, শয়ন করা, উপবেশন করা, ভিন্ন সাধুভাষার একদণ্ড চলে না। আমারই দাপটে

'সাহিত্যিক' 'ঔপন্যাসিক' 'ঐতিহাসিক' প্রভৃতি জীবের উদ্ভব। আর কিছুকাল আসকারা পাইলে 'কাব্যিক', 'গাল্পিক' 'গাদ্যিক' 'পাদ্যিক' বানাইয়া ছাড়িব।

বাঙ্গলা সাহিত্যে 'ক''খ' জানিলেই গ্রন্থকার হয়—(কবি ও পাঁচালীওয়ালারা আবার অনেকে আরও এক কাঠি সরেস ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা কেহ কেহ একেবারে নিরক্ষর ছিলেন।) সুতরাং এক্ষেত্রে আমার কীর্ত্তি জ্বল জ্বল করিতেছে। মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, 'ত্র্যাহিক', দৈনিক, সব রকম কাগজেই আমি। প্রভাকর-ভাস্কর-নববিভাকরে আমারই কর শোভা পাইত, এক্ষণে নায়ক, দর্শক, সাধক, বিক্রমপুর, কুশদহ, প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় কাগজে আমি জোনাকীর আলোক বিকীর্ণ করিতেছি। 'দৈনিকচন্দ্রিকা' ও 'কায়স্থ-কৌস্তুভ' আমারই কীর্ত্তিতে উজ্জ্বল। 'কায়স্থপত্রিকা'র দুই দিক্ রক্ষা করিবার দরকারে আমি আকার গ্রহণ করিয়াছি। খবরের কাগজের প্রত্যক্ষদর্শীর পত্রে আমি, লেখক-সমালোচকে আমি, আর্টিকেলে আমি, 'সডাক' বার্ষিক মূল্যে আমি।

পুস্তক বা কেতাবে আমি, লিপিকরে আমি, সংস্করণ-সঙ্কলনে আমি, প্রকাশকে আমি, কম্পোজিটরে আমি. কাপিতে আমি, মেক্ আপে (make up) আমি, ভূমিকা-অবতরণিকা-গৌরচন্দ্রিকায় আমি, ক্রোড়পত্রে আমি, ক্রমশঃ প্রকাশ্যে আমি, পূর্ব্বপ্রকাশিতে আমি, করকমলে উপহারে আমি, ক্যাটালগে আমি, সার্কুলেটিং লাইব্রেরীতে আমি, পাঠক-পাঠিকায় আমি। মৌলিকে আমি, অনুকরণে বা অবিকল নকলে আমি, কোটেশন-কণ্টকিত কলমবাজীতে আমি, ভাবুক কবিতে আমি, কল্পনার কলাকৌশলে আমি, কপোল-কল্পিত কথায় আমি, কষ্টকল্পনায় আমি। মৌখিক বক্তৃতায়, ডাকের কথায়, রূপকথায়, ছড়াকাটায়, কবির লড়াইএ, কলেজীয় কবিতাযুদ্ধে, ক্যারিকেচার ব্লক-কার্টুনে আমি। রূপ-কথায় কঙ্কাবতী, কেশবতী রাজকন্যা, পক্ষিরাজ ঘোটক, রাক্ষস, কোটালপুত্র, সকলেই আমার সম্পর্ক রাখেন।

প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস-কাশীদাস, ক্ষেমানন্দ-কেতকা-দাস,কবিকঙ্কণ-কবিরঞ্জন-কবিচন্দ্র-কবিবল্লভ, রায়গুণাকর, সাধক কমলাকান্ত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ,কৃষ্ণকমল গোস্বামী,

আমার উপাসক। স্কন্দপুরাণে, কালকেতুতে, কর্পূরে, ধূমকেতুতে, কালীদহে কমলেকামিনী দর্শনে আমাকেই প্রত্যক্ষ কর। আবার অক্রূরসংবাদে, কড়চায়, ভক্তমালে আমার সাক্ষাৎ পাও।

আধুনিক কালের কলেজে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমে আমি রহিয়াছি। আমি মধুসূদনে নাই, তাই মাইকেল নামকরণ করাইলাম, প্যারীচাঁদকে টেকচাঁদ ঠাকুর নাম ভাঁড়াইলাম, ইন্দ্রনাথকে 'পাঁচুঠাকুর' বানাইলাম, রবীন্দ্রনাথের ক-অক্ষরের অভাবপূরণের জন্য তাঁহাকে ডক্‌টর ও কবিসম্রাট্‌ উপাধি দেওয়াইলাম। কান্তকবি (রজনীকান্ত সেন) ও রজনীকান্ত গুপ্ত আমারই কল্যাণে লোকপ্রিয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ উভয় কায়স্থই আমার অনুগত। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ আমায় ডবল ডোজে চড়াইয়াছেন, তাই তাঁহার কলম হইতে 'মিঠেকড়া' জন্মিয়াছে। অক্ষয় দত্ত, অক্ষয় সরকার (কদমতলার), অক্ষয় মৈত্রেয়, অক্ষয় বড়াল, চারি অক্ষয়েই আমি অক্ষয় হইয়া আছি।

জয়দেবের বাসস্থলী কেন্দুবিল্বে আমি, চণ্ডীদাসের সমাধিস্থান কীর্ণাহারে আমি, রায়গুণাকরের কর্ম্মক্ষেত্র কৃষ্ণনগরে আমি, মধুসূদনের জন্মস্থান কপোতাক্ষকূলে আমি, বিদ্যাসাগরের অবকাশযাপন-স্থান কর্ম্মাটাড়ে আমি, বঙ্কিমচন্দ্রের বাসগ্রাম কাঁটালপাড়ায় আমি, বোসজার বিশ্বকোষ-কুটীর কাঁটাপুকুরেও আমি।

কৃষ্ণচন্দ্রের সদ্ভাবশতক, রাজকৃষ্ণের কাব্যকলাপ, কালীকৃষ্ণের কামিনীকুমার, অক্ষয় বড়ালের কনকাঞ্জলি. ক্ষীরোদপ্রসাদের কবিকাননিকা, মানকুমারীর কাব্য-কুসুমাঞ্জলি, স্বর্ণকুমারীর 'ছিন্নমুকুল' 'কাহাকে'—এই কয়েকস্থলে লেখক ও পুস্তক উভয়ত্রই আমি। করুণা-নিধান, কালিদাস, কুমুদরঞ্জন, তিনজন নবীন কবিই আমারই প্রসাদে কবিকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরের দেওয়ান ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত আমারই গুণে উৎকৃষ্ট ইতিহাস। আমারই অসকৃৎ সংযোগে তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' বাণভট্টের মূল অপেক্ষাও সুললিত। বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগরও 'কথামালা' লিখিয়া আমার আবদার রক্ষা

করিয়াছেন। পুরুষপরীক্ষা, প্রবোধচন্দ্রিকা, কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত, পত্রকৌমুদী, কুপিতকৌশিক, কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, নবনাটক, কলিনাটক প্রভৃতি সেকেলে পুস্তকেও আমার আটক নাই। কাঠের অক্ষরে কেরি-উইলকিন্‌সের কীর্ত্তিতে আমিই প্রকাশমান।

বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের, লোকরহস্যের, কমলাকান্তের দপ্তরের, কৃষ্ণকান্তের উইলের ও কপালকুণ্ডলার উৎকৃষ্টতার নিদান আমিই। কপালকুণ্ডলা, কুন্দনন্দিনী, কমলমণি, কুলসম, নবকুমার, রুক্মিণীকুমার, ভবানী পাঠক, প্রভৃতির চরিত্রমাধুর্য্য আমারই জন্য। সেকাল ও একাল, কৃষ্ণকুমারী, কর্ম্মদেবী, কমলে কামিনী, কবিতাবলী, কল্পতরু, ক্ষুদিরাম, মাধবীকঙ্কণ, কালাচাঁদ-গীতা, অবকাশরঞ্জিনী, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, কঙ্কাবতী, কণ্ঠমালা, কামিনী ও কাঞ্চন, এবং রবীন্দ্রনাথের কণিকা, ক্ষণিকা, কড়ি ও কোমল, কথা ও কাহিনী, নৌকাডুবি, ডাকঘর, সবই আমার কীর্ত্তিকথা।

আমারই গুণে কাব্যচিন্তা ও কাব্যসুন্দরী উৎকৃষ্ট সমালোচনাগ্রন্থ। তর্কালঙ্কারের ‘কাননে কুসুমকলি

সকলি ফুটিল' ইত্যাদি প্রকৃতিবর্ণনেও আমি, আবার মাইকেলের 'একাকিনী শোকাকুলা অশোককাননে' ইত্যাদি করুণরসেও আমি। আজকালকার কীর্ত্তিমান্ বক্তা ও লেখক পাঁচকড়ি বাবু কয় কড়া কড়ির জন্য আমারই নিকট ঋণী। আর আমার স্বীকারোক্তির লেখক এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি যে 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' দেখাইয়া সস্তায় কিস্তি পাইয়া বৈয়াকরণ-কেশরী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেও আমার ঘটকালীতে—ইতি কিম্ বক্তব্যম্?*

---

* হুঁঃ, আমাকে টিটকারী করা! 'ক'এর সকল কথাই ত কাণ করিয়া শুনিলাম। কিন্তু কুলের কথা প্রকাশ করিয়া কহিব কি? তবে শ্রবণ করুন। 'ক'এর মতিস্থির নাই, সন্ধিকালে কখন 'গ' কখন 'ঙ' হইয়া যান, স্বয়ং বাগ্‌দেবী ও সমগ্র বাঙ্ময় তাহার সাক্ষী। বিকৃত উচ্চারণেও 'ক' 'গ' হইয়া পড়েন, কাগে বগে তাহা টের পায়, শাগেও তাহা ঢাকা পড়ে না, আর 'বিগারে'র ক্রিয়ায় ত একেবারে বিগড়াইয়া বসেন। তাহার পর 'ষ'এ যুক্ত হইলে বাঙ্গালা উচ্চারণে

কনিষ্ঠ কিন্তু মহাপ্রাণ 'খ'এর দিকে হেলেন ও তাহার দখলী সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া ফেলেন। সাক্ষ্য, লক্ষ্য, লক্ষণ, ভক্ষণ, প্রভৃতির উচ্চারণে এই লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশমান। যাক্, সে সকল স্থলে তিনি নিজের বর্গ ছাড়েন না, ইহাও মন্দের ভাল। কিন্তু অভ্যস্ত ধাতুতে যে 'ক'কার 'চ'কার হইয়া পড়েন (লিটের 'চকার' ইহার প্রমাণ), তখন যে জাতিকুল পর্য্যন্ত থাকে না। আরও দেখুন, প্রাকৃত ভাষায় বিকার ঘটিলে 'ক'ই আগে কাৎ হয়েন। (নকুল = নেউল, দেবকুল = দেউল, ব্যাকুল – বাউল, শূকর = শূওর, শূক = শূযা, গুবাক = গুয়া, কেতকী = কেয়া, বণিক্ = বেণে, আলোক – আলো।) এই ত ক্ষমতা! ওদিকে আবার পরের ঘরের দিকেও লক্ষ্য আছে; অসহায় (= হসন্ত) 'চ' 'জ' বা 'শ' পাইলে জবরদস্তি করিয়া তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া লয়েন—জলমুক্, বণিক্, দিক্, ইহার সাক্ষী দিক। নিজের এত গলদ, অথচ অহঙ্কার—অথবা ভাষাকথায় দেমাক, ঠেকার, ঠসক দেখে কে? আমাকে ঘাঁটাইলেই কিন্তু কুলের কথা প্রকাশ করিয়া দিব।—ইতি ব্যাকরণ-বিভীষিকাকারের টীকা।

বিজ্ঞান।

কি, কেন, কেমন করিয়া, প্রভৃতি প্রশ্ন-পরম্পরায় কৌতূহলোদ্রেকে এবং কার্য্যকারণসম্পর্কের আবিষ্কারে যখন বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও পরিণতি, তখন সে ক্ষেত্রেও আমার জয়জয়কার—কেমন কি না? প্রকৃতি ও শক্তি, উভয়ত্রই আমি। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিক আকর্ষণ (Capillarity), আকুঞ্চনীয়তা, স্থিতিস্থাপকতা, কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ শক্তি, চৌম্বক শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, আলোক, কাচের পরকোলা, কিছুই আমাছাড়া নহে। আমিই ভূমিকম্প ঘটাই, কুজ্ঝটিকা উঠাই, মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণিকা দেখাই, কোটালে বান ডাকাই, কম্পাসের কাঁটা চালাই। বকযন্ত্রে, আলোকচিত্রে, কোড্যাক ক্যামেরায়, বেকা রেকর্ডে, বায়োস্কোপে, ক্যালিডোস্কোপে, মার্কোনিগ্র্যাফিতে, এট্‌ল্যাণ্টিক কেব্‌লে, আমারই রকম রকম প্রচার। টেলিগ্রাফের টরেটক্কায় আমার আওয়াজ পাও না কি?

কেলভিন হাক্স্‌লী ক্রুক্‌স্ রস্কো প্যাস্ক্যাল কেপ-লার্ ডেকার্ট সকলেই আমার অধীন। কিমিয়া-শাস্ত্র আমারই অধিকৃত। ক্ষার, আরক, দ্রাবক, গন্ধক, ফটকিরি, প্রভৃতি বাঙ্গলা নামই ধর আর এলকেলি, এলকহল, মার্করি, কার্ব্বন, ক্লোরিন, অক্সিজেন, এসে-টিক, অক্স্যালিক প্রভৃতি ইংরাজী নামই ধর, আমি সকলেরই উপাদান। বাঙ্গালা করিয়া সেঁকো সৈকতকই বল আর ইংরাজী করিয়া আর্সেনিক সিলিকনই বল, আমাকে এড়াইতে পারিবে না। কেমিক্যাল কম্-পাউণ্ড আমারই কর্ম্ম, কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ আমারই কারখানা।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় বেশীদূর যাইতে হইবে না, শিকড় ও অঙ্কুর বা ট্যাঁকেই আমাকে দেখিবে। শ[illegible]বিজ্ঞানে রক্তের সঙ্গে আমি মিশাইয়া আছি। স্ব[illegible]বিজ্ঞানে আমিই কুস্তির ও পরিপাকের উপকারি[illegible] শিখাই, নৃ-তত্ত্বে আমিই ককেশিয়ান জাতির [illegible] রটাই, ডার্বিন-তত্ত্বে আমিই উৎকর্ষ অপকর্ষ ক্রম[illegible] ঘটাই।

জ্যোতিষ।

জ্যোতিষে পৃথিবীকে কদম্বকুসুমাকৃতিই বল, আর কমলালেবুর মতই বল, আমার শরণ লইতে হইবে। কোপারনিকাসে আমি, রোমক-সিদ্ধান্তে আমি, ভাস্করাচার্য্যেও আমি। আমি উত্তরায়ণে নাই দক্ষিণায়নে আছি, রাহুতে নাই কেতুতে আছি, গ্রহ উপগ্রহে নাই নক্ষত্র ধূমকেতুতে আছি, অরুন্ধতীতে নাই কালপুরুষে আছি, ধ্রুবতারায় নাই শুকতারায় আছি। আমি অশ্বিনী-ভরণীতে নাই কৃত্তিকাতে সুদশুদ্ধ আদায় করিয়াছি, মেষ বৃষ মিথুনে নাই কিন্তু কর্কট কন্যা বৃশ্চিক কুম্ভ মকরে প্রখরভাবে আছি। শুক্লপক্ষে কৃষ্ণপক্ষে আমার কোন পক্ষপাত নাই। আহ্নিক বার্ষিক উভয়ই আমার গতি। রাশিচক্র, নক্ষত্রচক্র, কক্ষ্যা, অক্ষাংশ, ক্রান্তিপাত, সংক্রান্তি সর্ব্বত্র আমি।

ফলিত-জ্যোতিষে কালবেলা কুলিকবেলায়, কালরাত্রিতে, দিক্‌শূলে, ক্রূরগ্রহে, সপ্তশলাকায়, রাজযোটক মিলে, মৃতহিবুকযোগে আমি আছি। জন্মকুণ্ডলীতে

আমিই কুণ্ডলী পাকাইয়া আছি। করকোষ্ঠী আমারই সৃষ্টি। শাকুনিক, গণক বা গণৎকার আমার বশ, এলম্যানাক, ক্যালেণ্ডার, পঞ্জিকায় আমার অধিকার (হুইটেকার জ্যাডকিয়েল তাহার সাক্ষী); কার্ত্তিক মাসে শুক্রবারে আমার সঞ্চার। কালগণনায় কলা-কাষ্ঠায় আমি, পলক-ক্ষণে আমি, শক-শাকে আমি, কল্পেও আমি। কল্যই বল, সকাল বিকালই বল, আমি কস্মিন্‌কালে তিলেকও কাহারও কাছছাড়া হই না।

অঙ্কশাস্ত্র।

অঙ্কশাস্ত্রে আঁক কাটায়, আঁক কষায়, চোকে, ইলেকে, একুনে, ঠিক দেওয়ায়, জমাখরচবাকীতে, কড়ি ও কাহনে, কাক-কড়াক্রান্তি হিসাবে, তঙ্কায়, এক হইতে কুড়ীতে, কুড়ীধরণে ক্রয়-বিক্রয়ে, কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া বুড়কিয়া শতকিয়া প্রভৃতিতে, একক দশক হইতে লক্ষ কোটি সংখ্যায়, কাঠাকালী নৌকাকালী পুকুরকালীতে,

কড়িকষা কাগজকষায়, কুড়ো কাঠা ষেক কুন্‌কে কাঁচ্চা ছটাকে (পোয়াটেক সেরটেকেও), শুভঙ্করী মানসাঙ্কে আমি অবাক্ কাণ্ড ঘটাই। আবার গুণনীয়ক-গুণিতকে, সঙ্কলনে, লঘূকরণে, কুসীদ ও চক্রবৃদ্ধিতে, বর্গমূল ঘনমূল নিষ্কাশনে, প্রকৃত অপ্রকৃত উভয় প্রকার ভগ্নাংশে, ত্রৈরাশিক বহুরাশিকে, দশমিক পৌনঃপুনিকে আমাকে পুনঃপুনঃ পাইবে। কোণে, কেন্দ্রে, শঙ্কুক্ষেত্রে আমার অধিকার। ত্রিকোণমিতিও আমার এলাকার অন্তর্ভুক্ত। ক্যালকুলস্ কোয়াটারনিয়নের কথা কহিয়া আর আতঙ্কের উদ্রেক করিব না। গৌরীশঙ্কর, কে, পি, বসু ও কে, পি, চট্টোরাজের অঙ্কের কেতাবের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম।

ইতিহাস।

ইতিহাসে, আমারই প্রসাদে অশোক কণিষ্ক বিক্রমাদিত্য শ্রেষ্ঠ রাজচক্রবর্ত্তী, চাণক্য বা কৌটিল্য শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, আলেকজ্যাণ্ডার বা আলিকসন্দর বা সেকন্দর দেশ অধিকারে অদ্বিতীয়, আকবর শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট্, মীরকাসিম বাঙ্গালার শেষ নবাব, ক্লাইভ আর্কটবিজয়ী কর্ম্মবীর। আমারই জন্য দারাসিকো সুপণ্ডিত, অশোকপুত্র কুনাল সুশীল আর কালাপাহাড় কুলাঙ্গার। স্কন্দগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, রাণা কুম্ভ, শক্তসিংহ, বক্তিয়ার, কুতুবুদ্দিন, সবক্তগিন, আবুবকর, কৈকোবাদ, অকল্যাণ্ড, কর্ণওয়ালিস, বেন্‌টিঙ্ক, নর্থব্রুক, কেহই আমাছাড়া নহেন। ক্লেমেন্সি ক্যানিংএ আমি, দুর্জ্জন কর্জ্জনে আমি, আবার লোকপ্রিয় কারমাইকেলেও আমি। শক্তাবৎকুলের শৌর্য্যবীর্য্যে আমি, আবার জাপানের হারাকিরিতেও আমি। ভিক্টোরিয়ায় বেকনস্‌ফীল্ডে আমি, কাইজার বিসমার্কে আমি, জার নিকোলাসে আমি, ফ্রেডরিক দি গ্রেটে

আমি। বীরনারী কর্ম্মদেবী কর্ণবতী কমলাবতী ও কুমারী কৃষ্ণকুমারী আমার মানে মানিনী। অক্টার-লোনি মনুমেণ্টে আমি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে আমি, অন্ধকূপ বা ব্ল্যাকহোলে আমি, সেকেন্দ্রা কুতবমিনারে আমি, আবার কমলমীর ও চৈতককা চবুতারায় আমি। দিল্লীর তক্ত-তাউসে আমিই আসীন। কুরুক্ষেত্র মুদকী ফতেপুরশিকরী কালঞ্জর-অবরোধ, ব্যানকবর্ণ কিলীক্র্যাঙ্কি ফ্যালকার্ক ম্যাল-প্ল্যাকেট ব্যালাকলাভা প্রভৃতি বহু লড়াই আমার পরাক্রমে ফতে হইয়াছে।

আমারই প্রসাদে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার সভাকবি রায়গুণাকর ও তাঁহার সভাপণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি। রসসাগরের প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত ও নিবাস বাড়েবাঁকা আমারই অধিকারভুক্ত। ক্ষিতীশ-চন্দ্র-ক্ষৌণীশচন্দ্রও আমার অনুগ্রহে বঞ্চিত নহেন। আধুনিক বাঙ্গালায় রামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন শিশিরকুমার, কৃষ্ণ বন্দ্যো, কৃষ্ণদাস পাল, তারক পরামাণিক, তারকনাথ পালিত,

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ লোক আমার অনুগৃহীত। কৃষ্ণপান্তি ও কান্তবাবু, রাজা নবকৃষ্ণ ও মহারাজ নন্দকুমার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, কমলকৃষ্ণ দেব, কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ, জয়কৃষ্ণ মুখো জ্যোৎকুমার মুখো প্রভৃতি আমারই প্রসাদে ধনে মানে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, কান্তিচন্দ্র মুখো, কালিকাদাস দত্ত ও এলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যো আমারই কৃপায় ওরূপ উচ্চ পদ পাইয়াছিলেন।

ভূগোল।

ভূগোলে যোজকে, গিরিসঙ্কটে, উপত্যকা-অধিত্যকায়, এট্‌ল্যান্টিক প্যাসিফিক প্রভৃতি মহাসাগরে, কৃষ্ণসমুদ্রে, কাস্পিয়ান হ্রদে, ক্যাম্বে বা কাচ উপসাগরে, পাক প্রণালীতে, ককেসস্ ও হিন্দুকুশ পর্ব্বতে, কিউরাইল ও লিয়াকভ দ্বীপপুঞ্জে, আমাকে পাইবে। আমি

সুমেরুতে নাই কুমেরুতে আছি, বিন্ধ্যাচলে নীলাচলে নাই কুলাচলে লোকালোকাচলে আছি, হিমালয়ে নাই মৈনাকে আছি, ধবলগিরিতে নাই কাঞ্চনজঙ্ঘা-গৌরীশঙ্করে আছি, রামগিরি খণ্ডগিরিতে নাই ত্রিকূট চিত্রকূটে আছি, পঞ্চবটীতে নাই দণ্ডকারণ্যে আছি, ঘৃতদধি-সমুদ্রে নাই ক্ষারোদক্ষীরোদে আছি. মানস-সরোবরে নাই চিল্কা ও বৈকাল হ্রদে আছি. উত্তমাশায় নাই কুমারিকায় আছি, গঙ্গাযমুনা সরস্বতী গোমতী গোদাবরীতে নাই, কৃষ্ণা কাবেরী করতোয়ায় আছি। নদীর কথা যদি উঠিল, তবে আরও বলি—কৃষ্ণনগরের কঙ্কণা, বর্দ্ধমানের বাঁকা, বাঁকুড়ার কাঁসাই, যশোরের কপোতাক্ষ, এবং ময়ূরাক্ষী শীতললক্ষা দারুকেশ্বর কুমার গণ্ডক কুশী কাঠযুড়ী কর্ণফুলী কর্ম্মনাশা কীর্ত্তিনাশা প্রভৃতি অনেক নদনদী কুলুকুলরবে আমার কীর্ত্তিকথা কহিতেছে। কাশী কাঞ্চী কোশল কলিঙ্গ কেরল বাহ্লীক কর্ণাট কৌশাম্বী কাশ্মীর কাম্বোজ কাছ ত্রিবাঙ্কোর কান্যকুব্জ কর্ণসুবর্ণ অমরকোট মঙ্গলকোট তক্ষশিলা ব্যাকৃট্রীয়া কাবুল কান্দাহার কোয়েটা,

ক্যাশগার, কুর্দ্দিস্থান, মক্কা, মস্কট,—কোথায় আমি নাই? তুরস্ক বল্‌কান কনস্তান্তিনোপ্‌লে আমি, ডেনমার্ক কোপেনহেগেনে আমি, আবার কাফ্রীর দেশ আফ্রিকায়ও আমি। আমারই খাতিরে নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের নাম আমেরিকা, আবিষ্কর্ত্তা কলম্বস। আমারই চক্রান্তে কোর্টেজ মেক্সিকো জয় করেন।

ক্যালিকাট ক্যানানোর কুম্ভকোণম্ কঞ্জিভেরম্ কোটা শিকাবতী বিকানীর কর্পূরতলা কুচবিহার কাছাড় কুমায়ুন, সব আমার এলাকাভুক্ত। আবার ভারতের বাহিরে কোচিন টংকিং হংকং মলক্কাস কোরিয়া কাম্বোডিয়া টোকিও ক্যাণ্টন পর্য্যন্ত আমি হল্লা করি। মগের মুল্লুকে আমি, লঙ্কায় কলম্বোয় আমি, কামস্কট্‌কায় আমি, কেপ কলোনিতে আমি। প্রাচীন গান্ধারকে কান্দাহারে পরিণত করা আমারই কারসাজি। আমি সাহেবলোকের স্বর্গ সিমলা দার্জ্জিলিঙ্গে নাই, কিন্তু স্বর্গের শিঁড়ি কালকা কর্সিয়ঙ্গে আছি। বাঁকীপুর কিউল কাটিহার মোকামা কাণপুর লক্ষ্ণৌএ আমি আড্ডা করিয়াছি। লুণ্ডিকোটাল কাটগুদাম কোডারমা

কাটরাস লক্‌সার ডুমকা প্রভৃতি বেমক্কা নাম আমারই সৃষ্টি। আমি খাস বাঙ্গালার কৃষ্ণনগর-বাঁকুড়ায়, ঢাকা-কুমিল্লায়, বিক্রমপুর বাকলায়, মুক্তাগাছা ভাগ্যকুলে আছি, কায়েথীর মুলুক বাঁকীপুরে আছি, আবার কাঁচা উড়ের দেশ উৎকলে ভদ্রক কটকে আছি। কুষ্টিয়া কুমারখালি কৃষ্ণগঞ্জ চাকদহ, অম্বিকাকালনা কাটোয়া, কৌড়া ক্ষীরগ্রাম কাগ্রাম কোগ্রাম কুলীনগ্রাম কাঞ্চন-নগর, খানাকুলকৃষ্ণনগর, কেন্দুলী কুলিয়া কালিকাপুর, কোড়কদী কৈকালা কুচিয়াকোল কাওয়াকোলা করচ-মারিয়া কাড়াপাড়া কড়কড়ে কুড়ুলগাছি কাঁদোয়া কাঁচিকাটা কাজীরবাজার কালিয়াকর কালকেওট কুচ-কুচিয়া, কলসকাটী ও অন্যান্য কাটী এবং লিপিকরের ক্ষুদ্র গ্রাম কাঁচকুলি প্রভৃতি নামের তালিকা দিয়া আর কাণ ঝালাপালা করিতে চাহি না।

কলিকাতায় আমি দুই পদে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাই ইহা সেরা সহর। কলিকাতার কাছাকাছি অনেক স্থানেও আমার অধিকার আছে। কালীঘাট ভূকৈলাস শালকিয়া রামকৃষ্ণপুর পদ্মপুকুর পাইকপাড়া

কাশীপুর কুঠীঘাটা কড়েয়া কাঁকুড়গাছি কামারডাঙ্গা চড়ুকডাঙ্গা নারিকেলডাঙ্গা কোদালিয়া পোর্ট ক্যানিং কাকনাড়া কাঁচড়াপাড়া বারাকপুর দক্ষিণেশ্বর কোন্নগর —আর কত কহিব ?

কলিকাতার ভিতরে ত আমার জয়-জয়কার। কম্বুলেটোলা কপালিটোলা কলুটোলা কুমারটুলি কাঁটা-পুকুর নেউগিপুকুর মুরারিপুকুর হোগলকুড়িয়া কাঁসারি-পাড়া পালকীপাড়া মাণিকতলা কালীতলা, সর্ব্বত্র আমি। আমি চাঁপাতলায় পটোলডাঙ্গায় নাই—বৈঠকখানায় আছি, বৌবাজারে নাই—টিকটিকিবাজারে আছি, নেবুতলায় নাই—কেরাণীবাগানে আছি, নিমতলায় নাই —কাশীমিত্রের ঘাটে আছি। পথেঘাটেও আমাকে পাইবে। কলেজষ্ট্রীট কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট কটনষ্ট্রীট ক্লাইভ-ষ্ট্রীট ক্রসষ্ট্রীট করপোরেশ্যানষ্ট্রীট কীডষ্ট্রীট ক্যামাকষ্ট্রীট পার্কষ্ট্রীট সার্কুলার রোড ক্রীক রো স্কটলেন কানাই ধরের লেন, সর্ব্বত্র আমার আনাগোনা। হাইকোর্টের ঘাটে কালপিনের ঘাটে কয়লাঘাটে তেলকলঘাটেও আমি। আমি ইডনগার্ডন বীডনগার্ডনে নাই—

কলেজস্কোয়ার কর্ণওয়ালিসস্কোয়ার ও কর্জ্জনপার্কে আছি, চাঁদনীতে নাই—কালীশীলের বাজারে আছি, হেমিল্‌টনের বাড়ী নাই—কুক কেলভীর দোকানে আছি, স্মিথের বাথগেটের বাড়ী নাই—স্কট টমসন বা ক্রীষ্ট্যাল আইস কোম্পানীতে আছি, উইলসনের হোটেলে নাই—কেলনার কোম্পানীর কাছে আছি। থ্যাকারের পুস্তকালয়ে, ডোয়ারকিন্‌সনের ঘরে, ম্যাকেঞ্জি লায়ালের নীলামে, ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির বাড়ী আমার গতিবিধি আছে।

জীবিকা।

জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইলে আমাকে চাইই। কৃষিকার্য্যে ক্ষেত্রকর্ষণে কৃষককৃষাণে আমি, বণিকের ক্রয়-বিক্রয়ে, ট্রেডমার্কে, জাঁকোড়ে কেনায়, হকারের (hawker) ঝাঁকায় ও হাঁকডাকে আমি; ঢেঁকিকুলো মাকুটেকো হইতে কল কারখানা দোকান কারবার কুঠী

কন্‌সার্ন ফ্যাক্টরী কোম্পানী পর্য্যন্ত সকলই আমার কীর্ত্তি। বঙ্গলক্ষ্মী কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ কল্যাণ প্রভৃতি মিলের সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র ও কাণপুর ক্যানানোর প্রভৃতি স্থানের কলে প্রস্তুত জামার কাপড় আমারই কৃতিত্বের পরিচায়ক। ক্যালিকো ও ক্রেপ আমারই কীর্ত্তিকেতন। কলকাঠি কলকব্জা কপিকল মাপকাঠি আমিই গড়াই, কলের কুলী আমিই খাটাই, পাটকোষ্টা আমিই কাটাই, ঠিকাদার কন্‌ট্রাক্টর নক্সা আমিই যোটাই, পব্লিক্ ওয়ার্কস্ কষ্টমস্‌হাউস্ কুংঘাট লোকো আফিস্ আমিই বসাই।

হাকিম উকীল মোক্তার কৌনসুলী এড্‌ভোকেট্ মক্কেল, কাননগু পেশকার কেরাণী শিক্ষানবীশ নকলনবীশ, সকলেই আমার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। হাইকোর্টে, স্মলকজকোর্টে, করোনারের কোর্টে, কালেক্টারী কাছারীতে, চৌকী মহকুমায়, এলাকায়, হাকিমের হুকুমে, মোকর্দ্দমা বা কেসে,ক্রস্ করায়, একরার বা স্বীকারোক্তিতে, ডিক্ল্যারেশানে, ক্লেমে, ফোরক্লোজে, কবুল জবাবে, কৈফিয়তে, চুক্তি কনট্রাক্ট বা কড়ারে, কিস্তিবন্দীতে, বকলমে বা স্বকলমে

স্বাক্ষরে, মুচলেখায়, উৎকোচে, সাক্ষীতে, কমিশনে সাক্ষ্যে, ডিক্রীজারীতে, ক্রোকে, বেকস্থর খালাসে, কোতে, কাঠগড়ায়, হাতকড়িতে, চাবুকে, কঠিন পরিশ্রম সহ কারাদণ্ডে, ফাটকে আটকে, ফাঁসী-কাঠে লটকানয়, আমাকে পাইবে। আমি উইলে নাই কডিসিলে আছি, উত্তরাধিকারীতে নাই একজিকিউটরে আছি, রেগুলেশ্যানে নাই এক্টকোডে আছি, আইনে নাই কানুনে আছি, ধারায় নাই সেকশ্যানে আছি, মঞ্জুরে নাই নাকচে আছি, জজ মেজেষ্টারে নাই কালেক্টারে কমিশনরে আছি। হাইকোর্টে অনুকূল মুখো ও দ্বারকানাথ মিত্র বিচারকদ্বয় আমার মুখ রাখিয়াছেন, স্যার বার্ণেস্ পীকক হইতে স্যার লরেন্স জেক্কিন্‌স্ পর্য্যন্ত সাহেব প্রাড্‌বিবাকগণও আমার ক্লেম পাকা করিয়া দিয়াছেন।

শান্তিরক্ষক পুলিশের কোতোয়ালীতে আমাকে পাইবে। সেকালের কোটাল, একালের ইন্‌স্‌পেক্টার কনষ্টেবল আমার অধীন, চৌকীদারের ত কথাই নাই। ডাকাতে, অকুস্থানে, সেনাক্ত করায়ও আমি।

মহাজনের রোকা রোকড় মোকরর রোকশোধ মোকাবিলা, বিলাতবাকী, কুর্চ্চিনামা, কেফায়েত, ক্ষতি বা লোকসান, কর্জ্জ, বন্ধকী, কস্ত খত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, সর্ব্বকর্ম্মে আমি।

জমিদারের পাইক বরকন্দাজ কারপরদাজ বকসী কারকুন আমিই নিযুক্ত করি, চাকরান ও কোরফা প্রজার আমিই পত্তন করি, ধরপাকড়ে পলাতক প্রজাও আমার কঠোরতায় ঘটে! থাকবন্দী, একন্দাজ, শিকস্তিপয়স্তি, কায়েমী স্বত্ব, কর্ণওয়ালীশের কীর্ত্তি, তালুকমুলুক মালিক সরিক, সর্ব্বত্রেই আমি। কোট-কোবালা কবুলিয়ত তমঃশুক কড়চা কবচ বাকী বকেয়া নিকাশ প্রকাশ নিষ্কর পথকর পব্লিক ওয়ার্কস্ সবই আমার কারসাজি।

লোক্যাল বোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, মিউনিসিপাল করপোরেশন, সেক্রে-টারী, একৃচুয়ারী, কেশিয়ার, সভ্যতার এ সকল অঙ্গেই আমি বিরাজ করিতেছি। কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্স কন্-ভেন্‌শ্যান কমিটি আমিই বসাই, বয়কট পিকেটিং

করিতে আমিই শাসাই, কমিশন আমিই যোগাই, ক্যানভ্যাসার আমিই যোটাই, কন্‌ডোলেন্স কন্‌গ্রেচ্যুলেশান আমিই পাঠাই; প্রোক্ল্যামেশান ডিক্ল্যারেশন আমিই রটাই, কন্‌ষ্টিটিউশ্যানাল এজিটেশ্যান আমিই ঘটাই। ক্যাপিট্যালের ম্যাক্সে আমি, র‍্যামজে ম্যাক-ডোন্যাল্ডে আমি, কেয়ার হার্ডিতে আমি, তিলকেও আমি।

যুদ্ধ।

যুদ্ধের কাণ্ডেও আমি কম যাই না। কেল্লা বারিক ক্যাণ্টনমেণ্ট কমিসেরিয়াটে কুচকাওয়াজে পদাতিকে পতাকায় স্কন্ধাবারে আমি আছি, ক্যাপ্টেন কর্ণেল এডিকং আমার হাতধরা, কিচনার ক্রীগ ক্রুজ্ঞি কমারফ বরনেকাফ মলটকে জেলিকো ব্লেক্ ড্রেক্ ক্রমওয়েল আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ। কামান বন্দুক ক্যাপ কার্ত্তুজে আমি কিরিচ কুক্রীতে আমি, নালীকাস্ত্রে আমি, কোদণ্ডকার্ম্মুককঙ্কপাণে আমি, কঞ্চুক কিরীট কটক

কেয়ূর কুণ্ডল কটিবন্ধে আমি, ক্ষত্রিয়ের হুঙ্কার-টঙ্কারেও আমি। কোম্যাগ্যাটামারুর নানা কথা আমিই রটাই, কোকাস্-কীলিংএর কাছে এম্‌ডেন আমিই ফাটাই।

চিকিৎসা।

আবার কেবল সংহারকার্য্য আমার ব্যবসায় নহে, জীবনরক্ষাকল্পে চিকিৎসাকার্য্যও আমার ক্ষমতার অতিরিক্ত নহে। বৈদ্যক-শাস্ত্রে চরক তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষী। আমারই কৃপায় উক্ত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য ব্যক্তি কবিরাজ নামে পরিচিত! আমি বায়ুপিত্তে নাই, কিন্তু কফে আছি। আবার আমারই প্রকোপে বাতপিত্ত ক্রূর হয় এবং বিকার ও সান্নিপাতিক ঘটে। কুষ্ঠ কোষ্ঠবদ্ধ আমরক্ত, রক্তপিত্ত বিস্ফোটক প্রভৃতি কুৎসিত রোগ, বাধক সূতিকা ঠোন্‌কা প্রভৃতি স্ত্রীরোগ, তড়কা ধনুষ্টঙ্কার কৃমি যকৃৎ প্রভৃতি বালরোগ, যক্ষ্মা, ক্ষয়কাস, ক্ষত, পক্ষাঘাত, কম্পজ্বর, কালাজ্বর, আধ-

কপালে, দাঁতকপাটী, কাঁওল, কুম্‌রি, ফিকবেদনা, বাতিক, চুলকানি প্রভৃতি রকমারী রোগ, সবই আমার কারসাজি। আমিই অশোক, বাসক, ঘৃতকুমারী, কন্টিকারি, কুরচি, কুকসিমে, কালমিঘে, ওলটকম্বল প্রভৃতি হইতে ঔষধ প্রস্তুত করাই, বটিকা মোদক বা মোড়কে চূর্ণ ঔষধ দেওয়াই, কঠিন রোগে কস্তুরি মকরধ্বজ সূচিকাভরণ কুঁচলে বিষ খাওয়াই। পুটপাক আমারই গুণে ঔষধ প্রস্তুত করার প্রকৃষ্ট প্রণালী।

কেবল কবিরাজ কেন, ডাক্তার কম্পাউণ্ডার হকিম অবধৌতিক চিকিৎসক সকলেই আমার কৃপাভিখারী। আবার আমি ফাঁক পাইলে টোট্‌কা ঝাড়ফুক তুকতাকও চালাই। হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক চিকিৎসায় আমিই শেষ রক্ষা করি। অক্সিপ্যাথির পথেও আমি চলি। টনিক, মিক্‌শ্চার, এম্‌ব্রোকেশান, ক্যাপসুল, ক্যাম্ফর-কেক আমিই যোগাই। স্মলপক্‌স্‌-নিবারণে ভ্যাক্‌সিনেশন বা টিকা, কলেরায় ক্যাম্‌ফর, চুলকুনিতে কিউটিকিউরা বা কার্ব্বলিক সাবান, কাটাকাটির কাযে ক্লোরোফর্ম্ম—আমারই ব্যবস্থা। ব্রন্‌কাইটিস্‌, ক্রুপ,

কলিক, কার্ব্বঙ্কল, ক্যান্সার, কলেরা, স্মলপক্স সবই আমার কার্য্য। আধুনিক রোগতত্ত্বে মশক, মূষিক, মক্ষিকা ও ধূলিকণার রোগসঞ্চারক্ষমতা আমারই আবিষ্কার। ক্ষেপা কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক-নিবারণের জন্য ক্ষতস্থানে লোহাপোড়ার বদলে কষ্টিক লাগান ও সাবেক গোঁদলপাড়ার পরিবর্ত্তে কশৌলি পাঠান আমারই কর্ত্তৃক। এপিডেমিক এন্‌ডেমিক স্পোরেডিক ক্রনিক প্রভৃতি রকম রকম রোগ-সঞ্চার, এসেপ্‌টিক এন্টিসেপ্টিক উভয় প্রকার চিকিৎসা, ষ্টেথোস্কোপ দিয়া বুকপরীক্ষা, ক্লিনিক্যাল থার্ম্মোমিটার দিয়া তাপপরীক্ষা, ফার্ম্মাকোপিয়া ও মেটিরিয়া মেডিকা অনুসারে প্রেস্‌ক্রিপশ্যান, পকেটকেসে অস্ত্রসংগ্রহ, সবই আমার যোগসাযোগে। সিন্‌কোনা কুইনিন ক্যাস্‌ক্যারা ক্যাষ্টর অয়েলের গুণ গাহিবার সময় আমার কথা কহিও। এলোপ্যাথিক—লাইকার, হাইড্রোস্যানিক হাইড্রোক্লোরিকে, ষ্ট্রীকনিয়া ক্যান্থারাইডিস ক্লোরোডাইন ক্যাজিপুটি অয়েলে, হোমিওপ্যাথিক—একোনাইট ইপিকাক ক্যামোমিলা মারকিউরিয়াস্‌ করোসিভাসে আমি অজস্র

পরিমাণে আছি। কাহিল লোকের পথ্য ক্যাসাভা, ট্যাপিওকা, (কে সি বসুর) বিস্কুট, বল্‌কা দুধের ভিতরেও আমি।

হোমরাচোমরা ডাক্তার সকলেই আমার হাতধরা। তা' ম্যাকনামারা ম্যাকোনেল ম্যাক্‌লাউড কোট্‌স্‌ ক্রম্বি লুকিস ক্যালভার্টই বল, আর কে ডি ঘোষ কে পি গুপ্ত, ডাক্তার সরকার বা ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী, গুডীব সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী, সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, এস কে মল্লিক কেদার দাস কালী বাগচি প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য অক্ষয় দত্ত চন্দ্রশেখর কালীই বল।

শিক্ষা।

যাক্, আর অধিক বিদ্যা না চট্‌কাইয়া আমি মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি যে শিক্ষার কোন দিকেই আমি কোণঠেসা নহি। মূর্খের চূড়ান্ত গালি 'ক' অক্ষর গোমাংস। ক খ শেখায়, কাকের ছা বকের ছা লেখায়, কোদালে ক বা আঁকুরে ক, কাঁকে কলসী ঝ, ইত্যাদি অক্ষর-পরিচয়ে, কএ করাত ইত্যাদি সঙ্কেতে, আমারই শরণ লইতে হয়। কলাপাতায় লেখা, মক্স করা, কলমের কচ কাটা, কসি টানায় আমি ; আবার কাগজে লেখা (ক্রীমলেড ফুলস্‌ক্যাপ হইলে ত কথাই নাই), কপিবুকের অনুকরণে লেখা, কার্ব্বন কাগজে নকল বা কাপি করা, কমা কোলন সেমিকোলন কোটেশন-মার্ক লাগান, বুককীপিং, ডকেটিং, সবই আমার কল্যাণে। কেরাণীর কাণে কলম আমার কৃপায়। কালী কলম কাগজ—আমি না হইলে কোনটিই পাও না। প্রাথমিক শিক্ষায়, শিশুশিক্ষায় ও শিশুবোধকে, দাতাকর্ণ গুরুদক্ষিণা কলঙ্কভঞ্জন ও

চাণক্যশ্লোকে আমি, মুসলমানের মুক্তাবে আমি, নোক্তায় আমি। স্কুল কামাই করিলেও আমাকে এড়াইতে পারিবে না। ঠেকে শেখাতেও আমাকে চোখে ঠেকিবে।

শিক্ষক, পরীক্ষক, পরিদর্শক, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, পাঠক (Reader !), কেহই আমার কাছে নিমক-হারামি করেন না। শিক্ষা ও পরীক্ষায় আমি, প্র্যাকৃটি-ক্যালে ও মৌখিকে আমি, ক্ল্যাস সেক্‌শ্যান কম্‌বিনে-শ্যানে আমি, কারিকিউলামে কোর্সে আমি, ক্যালেণ্ডারে আমি, কী ক্র্যাম ক্রীব (Crib) ও 'কোশ্চেনে' আমি, নোট টোকা কণ্ঠস্থ করায় আমি। স্কুল কলেজ একা-ডেমিতে আমি, ক্লাব কমন-রুমে আমি, ঋষিকুল গুরু-কুলে আমি। ভেকেশ্যানেও আমি, কন্‌ভোকেশ্যানেও আমি। সিণ্ডিকেট ফ্যাকল্টীতে আমি, স্কলারশিপ পারিতোষিক পুরস্কার পদক কেয়ূরে আমি। আমিই শেক্‌স্‌পীয়র বেকন বার্ক কূপর কোলরিজ স্কট কীট্‌স্‌ ডিক্‌ন্‌স্‌ লবক কোর্স করিয়াছি, কিছুকাল অপেক্ষা করিলে কিপ্লিং মেরি করেলি কোনান ডয়েল ভিক্টোরিয়া

ক্রস এলা উইলকক্সও কোর্স করিব দেখিতে পাইবে। আমিই এন্‌ট্র্যান্সকে ম্যাট্রিকুলেশান বলাইয়াছি, কিণ্ডারগার্টেন আবিষ্কার করিয়াছি, কৃষিকলেজ কমার্শ্যাল কলেজ কারিগরি ও কলাশিক্ষার স্কুল খুলিয়াছি, বাঁকিপুরে খোদাবক্স পুস্তকালয় বসাইয়াছি, কাশীমবাজারের কৃষ্ণনাথের কীর্ত্তিরক্ষাকল্পে কলেজের নাম বদলাইয়াছি, সেকালে থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানীকে এবং একালে ক্যাম্ব্রে কোম্পানীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পুস্তকের কায়েমী প্রকাশক করিয়াছি। এস্ কে লাহিড়ী, ম্যাক্‌মিল্যান কোম্পানী ও ব্ল্যাকি এণ্ড সনকেও আমি নেকনজরে দেখি।

স্কুল-কলেজের মধ্যে আমি বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালায়, সংস্কৃত কলেজে, কটক কলেজ কটন কলেজে, কৃষ্ণনগর কলেজ কৃষ্ণনাথ কলেজে, ঢাকা কলেজ কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে, ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ স্কটিশ চার্চ্চেস্ কলেজে, কেশব একাডেমি টি কে ঘোষের একাডেমিতে টিকিয়া আছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভুক্ত কায়স্থ পাঠশালা ও

ক্যানিং কলেজেও আমি উকিঝুকি মারিতেছি। আবার মেডিক্যাল কলেজে ক্যাম্বেল স্কুলে আর জি করের স্কুলেও আমি। তক্ষশিলায় আমি ছিলাম, অক্সফোর্ড কেমব্রিজে কেয়স্ কলেজ ক্লেয়ার কলেজে, কর্পস্ ক্রিষ্টিতে, ক্ল্যারেণ্ডন প্রেসে, ক্রেভন্ ক্ল্যাসিক্যাল স্কলার-শিপে, কলেজ ক্যাপে আমি। আর কলিকাতায় ত আমি তুযোড় হইয়া বসিয়াছি। বকেয়া ভাইস্‌চ্যান্সেলার ব্রাহ্মণ আশুতোষ স্বয়ং সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি হইয়াও 'ক' অক্ষরের নাগাল পান নাই, কুলীন কায়স্থ সর্ব্বাধিকারী কিন্তু অক্লেশে আমাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!*

---

* 'দর্শন' হইতে এই পর্য্যন্ত 'ভারতী'র শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় (১৩২২) প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অংশ 'বিজয়া'র ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় (১৩২২) প্রকাশিত হইয়াছে।

রকমারি।

আমার 'চরিত্রানি বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।' কেননা আমি করাল-কঠিন-কর্কশ-কমঠ-কঠোরেও আছি, আবার কম-কোমল-কমনীয়-কুসুম-সুকুমারেও আছি—বিকট বিকল কদর্য্য কুৎসিত রুক্ষ উসকোখুসকো বিটকেল কিম্ভূতকিমাকারেও আছি, আবার চমৎকারেও আছি—কুরূপ কাপুরুষেও আছি, আবার কষিতকাঞ্চনকান্তি কন্দর্পকান্তি, বা নব-কার্ত্তিকেও আছি—কালকুচ্‌কুচেতেও আছি, আবার টুক্‌টুকে বা টকটকেতেও আছি—জোঁকের মত কাল কন্যাতেও আছি, আবার সাকারা সুন্দরী ডানাকাটা পরীতেও আছি।

প্রকৃষ্ট উৎকৃষ্টেও আমি, নিকৃষ্ট অপকৃষ্টেও আমি। সঙ্কীর্ণেও আমি, প্রকীর্ণেও আমি, একত্রেও আমি, পৃথকেও আমি। একাকী, একক বা একেলায়ও আমি, (দোকলা'য়ও আমি), সকলেও আমি। বেবাকে, অধিকে, ঝাঁকে, 'কতকি'তেও আমি, আবার কতিপয়

কতকে কমে টুকু টুক্‌রা কণা কুটো কুচি কিছু কিঞ্চিতেও আমি। গজক্ষয়েও আমি, মূষিকবৃদ্ধিতেও আমি। কাঁচা কচি কষি কষো দরকচা ডব্‌কায়ও আমি, পাকাতেও আমি। হাল্‌কা পল্‌কা ভস্‌কা ফস্‌কা ঠুন্‌কোতেও আমি, আবার কায়েমী পোক্ত টেকসইএও আমি। সাবেকেও আমি, আধুনিকেও আমি। কার্য্যকালেও আমি, অবকাশেও আমি। অকষ্টবদ্ধ অবস্থায়ও আমি, নিষ্কণ্টক অবস্থায়ও আমি। স্বাভাবিক ঘটনায়ও আমি, আচম্‌কা বেমক্কা হঠাৎকার অবাক্‌-কাণ্ডেও আমি। বিকট প্রকট উৎকট সকল আকৃতি-তেই আমি। আমি ফাঁকে ফাঁকেও বেড়াই, আবার কাছে নিকটেও থাকি। আক্‌সার আমাকে পাইবে, আবার 'কালেভদ্রে' বা 'কালে কস্মিনে'ও পাইবে। কর্ত্তব্যকর্ম্মেও আমি, কুকার্য্যেও আমি। কাযের কথায়ও আমি, বাজে বকুনিতেও আমি। করুণ ও ভয়ানক, শুক্ল ও কৃষ্ণ, কীর্ত্তি ও কলঙ্ক, উপকার ও অপকার, কৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন, অনুকূল ও প্রতিকূল, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম, পক্ষপাত ও নিরপেক্ষতা, তিরস্কার

ও পুরস্কার, আবশ্যক ও অনাবশ্যক, ন্যাকা বোকা ও চালাক, কাচ ও কাঞ্চন, স্ফটিক ও হীরক, অট্টালিকা বা কোঠা ও কুটীর বা কুঁড়ে—উভয়ত্রই আমার সমভাব। আমার পক্ষে চাকুরি ও কুক্কুরী এক কোঠায় পড়ে।

পুরুষকার ক্ষমতা শক্তি এক্তিয়ার কেরামত কদর কের্দ্দানিতে আমি, আবার প্রাক্তন, কপাল বা কিস্‌মতেও আমি। কপট কুটিল কুচক্রী লোকের কৌশল কূটনীতি ফিকির চালাকি কারসাজি কোরকাপ জেলাপির পাক ফাঁকি ধোঁকায় আমি, আবার কুড়েমি বোকামি ন্যাকামিতে, ঝকমারী কসুর ভুলচুকেও আমি। আলোক প্রাপ্তিতে আমি, আবার কুসংস্কারেও আমি। কৃতী কৃতার্থ কৃতকৃত্য কৃতকার্য্য কৃতসঙ্কল্প কার্য্যকুশল করিৎকর্ম্মা অক্লান্তকর্ম্মা ক্রূরকর্ম্মা ডাকাবুকো লোকে আমি, আবার অন্যমনস্ক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আক্কেলগুড়ুম ভ্যাবাচ্যাকালাগা কম্‌বক্তায়ও আমি। আমি কখন অকুতোভয়, কাহাকেও কেয়ার বা দৃক্‌পাত করি না, কপাল ঠুকিয়া কাঠকবুল হইয়া কাযে লাগিয়া যাই ও সকল ধকল বা ঝুঁকি সহ্য করি, আবার কখন শক্তের

ভক্ত, করযোড়ে দাঁতে কুটা করিয়া কাকুতি মিনতি করি ও কসুর করিয়াছি বলিয়া নাকে খত দিই। নকিব চাটুকারে আমি, আবার স্পষ্টবক্তা উচিতবক্তায়ও আমি, বিচক্ষণে আমি, আবার বাতিকগ্রস্ত বিকৃত-মস্তিষ্কেও আমি। কোলাকুলিতেও আমি, কীলো-কীলিতেও আমি, ইংরাজী করিয়া বলিতে গেলে Kick cuff এও আমি, Kiss cuddle এও আমি। কাণমলা নাকমলা গলাধাক্কায়ও আমি, আবার কোলে করা কাঁধে করায়ও আমি—কেন না সকলই কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম।

আকৃতি প্রকৃতি শিক্ষাদীক্ষা সঙ্কেত লক্ষণ রকম সকম কেতা কায়দা সকলই আমার কৃপায় পাও। অহঙ্কার অহমিকা দেমাক্ ঠসক ঠেকার চটক ঝলক জাঁকজমকে আমি, আবার অকিঞ্চন অমায়িক ভাবেও আমি। বীরের হুঙ্কার-টঙ্কারে আমি, আবার নারীর ঝঙ্কারেও আমি। আকুলি বিকুলি আক্ষেপক্ষোভে কষ্টক্লেশে কাতরকণ্ঠে করুণক্রন্দনে মন কেমন করায় আমি, আবার পুলক কৌতুক মস্করা ফচ্‌কেমি ন্যাকরায়ও আমি। ক্রোধে কোপে আমি, আবার উপেক্ষা ক্ষমা

তিতিক্ষা, স্তোকবাক্যে, কৃপাকরুণাদাক্ষিণ্য কুশল-কামনায়ও আমি। প্রতীক্ষা আকাঙ্ক্ষা কৌতূহল ঔৎসুক্যে আমি, আবার কুণ্ঠা শঙ্কা আতঙ্ক সঙ্কোচ সঙ্কট বিপাক আকাশপাতাল ভাবনা নাকাল আক্কেল হিড়িক বেগতিকেও আমি। ক্ষতি বা লোকসান করিতেও আমার যতক্ষণ, প্রতিকার করিতেও ততক্ষণ; আমি কখন কেঁদে কুরুক্ষেত্র করি, কখন হেসে কুটি কুটি হই।

অর্থকৃচ্ছ্র কাঙ্গালে ভিক্ষুকে আমি, আবার মুকিম ক্রীসস্ (Crœsus) লক্ষপতি কোটিপতি ক্রোরপতিতেও আমি। ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণ কঞ্জুষ শাইলকে (Shylock) একাদশী বাঁড়ুয্যেয় আমি, আবার দাতাকর্ণেও আমি। কর্জ্জ করায় খাতকে আমি, ঠক্‌ডাকাতে, পকেট কাটায়ও আমি। কাংলাকাচ আমারই কল্লা, আবার কিঙ্কর কিঙ্করী, পরিচারক পরিচারিকা, চাকর চাকরানী, লোকলস্কর, কারপরদাজ তুরুকসোয়ার প্রভৃতি নিযুক্ত করা আমারই কেরদানি। রাজচক্রবর্ত্তীর মুকুট-ধারণ (coronation) ও অভিষেকে এবং কপালে রাজ-টিকা-প্রদানে আমি, জোরকপালের একাদশে বৃহস্পতিতে

আমি, আবার কাঙ্গালের কর্কট রাশিতে, ন্যাকরা কানি কৌপীন কম্বলেও আমি। কুবেরের ভাণ্ডার আমার খাসতালুক। কাযেকাযেই টাকাকড়িতে, কেতা কেতা কারেন্সি নোটে, কোম্পানীর কাগজে, চেক কাটায়, ব্যাঙ্কে কনকমুদ্রা, নিষ্ক বা আকবরীতে, শিক্কা টাকায়, টাকাটা শিকিটায়, রেজকিতে, একআনিতে, কপর্দ্দকে, এমন কি মেকি টাকায়, এককড়া কাণাকড়িতেও আমি ; তা টেঁকে, করচে, কোমরে, বুকপকেটে, নোটকেসে, ক্যাশবাক্সে, লোহার সিন্দুকে, যেখানেই রাখ। নিক্তির ওজনে কুঁচের ব্যবহার এবং শুক্তি হইতে মুক্তা ও গোলকণ্ডার আকর হইতে হীরক আবিষ্কার আমারই কর্ত্তৃক। সাতরাজার ধন এক মাণিক, কৌস্তুভ স্যমন্তক কোহিনূর হীরক মরকত সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত প্রভৃতি মণিমাণিক্য আমারই কান্তিতে কমনীয়। অয়স্কান্ত বা চুম্বক আমারই আকর্ষণে মণিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

কুবাক্যে আমি মূর্ত্তিমান্—তা' সাধু-ভাষায় অকাল-কুষ্মাণ্ড কুলকলঙ্ক কাপুরুষ কপট কুটিল কামুক কৃতঘ্নই

বল, আর চলিত ভাষায় নেকা বোকা ভেকো বেআকুব আহাম্মক কাঁহাকা, বকাটে, কুচুটে কুমুনে, কুঁদুলে, ঠক, আকাশনাত্তে, এক-কাণ-কাটা, একলষেঁড়ে, একবর্গা, একরোকা, নিমকহারাম, হাড়পেকে, ডোকলা, ডেকরা ডোকরাই বল। নারীর কলহ কিচকিচি কাজিয়া কোন্দল কোলাহলে আঁটকুড়ি, শতেকখোয়ারী, কাঠকুড়ুনি, পোড়াকপালী, চোকখেগী, পাড়াকুঁদুলী, ছিঁচকাঁদুনী প্রভৃতি অকথা কুকথা কটূকথা কুঁজড়োকথায় আমি কম যাই না। কসম-কিরায়ও আমি আছি। (একথা যদি ঠিক না হয়, তবে মা কালীর দিব্যি!) ইহা ছাড়া, ত্যক্ত বিরক্ত বা দিক্ করা, কাবু করা, আক্কেল দেওয়া, চক্ষুঃদান, কড়কানি, বকুনি, কোঁৎকা, চাবুকেও আমি।

কোন গতিকে, যেন তেন প্রকারেণ, কায়ক্লেশে কষ্টে স্বষ্টে কোন কায করিলে আমার খাতির রাখিতে হইবে। এমন কি কুকার্য্য করিয়া তাহা স্বীকার না করিয়া, ন্যাকামি করিয়া, 'কবে, কখন্, কোথায়, কে বলিল' বলিয়া সারিয়া লওয়া আমারই শিক্ষায়। কিন্তু

সে যাহা হউক, কদাচ, কখনও, কুত্রাপি, কথঞ্চিৎ, কোন কার্য্য করিলে বা কোন কথা কহিলে আমাকে ঠেকান কঠিন। ফলকথা, অনেক শারীরিক ও অন্য রকম ক্রিয়ায় আমাকে পাইবে। সকল কালে কোন কিছু করিতে হইলেই আমাকে ডাক পড়ে। সাধুভাষায় ক্রন্দন কণ্ডূয়ন ভক্ষণ ন্যক্কার চীৎকার ফুৎকার হুঙ্কার ঝঙ্কার তিরস্কার পুরস্কার আবিষ্কার বহিষ্কার প্রভৃতি ত আছেই। গ্রাম্যভাষায় বকা, ঝকা, ডাকা, হাঁকা, ঢাকা, ঢোকা, ঠেকা, ঠোকা, বাঁকা, ছাঁকা, ঝোঁকা, ধমকান, কড়কান, ভড়কান, কাঁপা, কাঁদা, কাৎরান, কোঁতান, ককান, ডুকরিয়া বা ডাক ছাড়িয়া কাঁদা, চুমুক, চুমকুড়ি, জোকার (উলু), কাতুকুতু, চুলকান, কুলকুচি বা কুলি, ঢেকুর, ন্যাকার, হেঁচকি, কাঠবমি, ঢোক গেলা, তাকান, লুকান, উকি দেওয়া, কুক দেওয়া, লুকোচুরি, নাচাকোঁদা, ঘুরপাক দেওয়া, ধাক্কা দেওয়া, ঝাঁকান, ঝোঁকান, টপ্‌কান, কস্‌টান, কপ্‌চান, ঠোকরান, কামড়ান, কল্লান বা টেঁক বেরোন, শুকান, কুড়ান, কোপান, কোদলান, কাদান, কাটা, কোটা, কাচা,

কোঁচান, কচলান, কাড়া, কাঁড়া, কোরা, কামান, নিকান, চোকান, আঁকড়ান, আটকান, মটকান, চমকান, থমকান, ছটকান, ঠিকরান, চলকান, ফসকান, টক্কর লাগা, টনক নড়া, পেট কলকল কুলকুল কুনকুন কনকন করা, গলা কিটকিট করা, গা কুটকুট করা, ফোড়া কটকট করা, কোঁকোঁ করা, কোঁৎ করিয়া গেলা, কুপকুপ বা কপকপ করিয়া খাওয়া, ঢক্ করিয়া বা ঢুক্ করিয়া খাওয়া, কটাস করিয়া কামড়ান, ধিকিধিকি জ্বলা, ঠকঠক করিয়া কাঁপা, কটমট করিয়া তাকান, কুড়মুড় করিয়া চিবান, দাঁত কিড়মিড় করা, চোক কড়কড় করা, বালি কিচকিচ করা, কিচিরমিচির করা, ক্যাঁকো করা, ক্যাচ করিয়া বা কুচ করিয়া কাটা, ক্যাঁটক্যাঁট করিয়া বলা, ঠক্ঠক্ ঠুক্ঠুক্ টিক্টিক্ টক্টক্ ঝিক্মিক্ ঝক্মক্—যাক্, এই ঢেঁকির কচকচানির তালিকা দিয়া আর কাঁহাতক কর্ম্মভোগ করিব ?

প্রকৃতি।

প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া দেখ, ঊর্দ্ধে আকাশে আমি, নিম্নে মৃত্তিকায় বালুকায় আমি। প্রকাশ্য দিবালোকে আমাকে দেখিতে পাইবে, পরিষ্কার চন্দ্রালোকে নক্ষত্রালোকে আমাকে দেখিতে পাইবে, আবার কুয়াশায় অন্ধকারেও আমাকে দেখিতে পাইবে! অর্ককিরণে আমি, আবার জোনাকীর আলোকেও আমি। সুধাকরের কৌমুদীতে আমি, শশাঙ্কের কলঙ্কেও আমি। সকালবেলায় আমি, বিকালবেলায়ও আমি। দক্ষিণা হাওয়ায়, দমকা বাতাসে, কালবৈশাখীতে, ঝটিকায়, ভূমিকম্পে, উল্কাপাতে, কুলিশের কড়কড় শব্দে, চপলাচমকে বা চিকুরের চিকমিকে আমার অস্তিত্ব অনুভব করিবে। শুক্‌নো সড়কে আমি, পঙ্ককর্দ্দমেও আমি। জলকল্লোলেও আমার সাড়া পাও। কোথাকার জল কোথায় যায় তাহার ঠিকানা নাই, সে আমারই হিড়িকে। কলরব কোলাহল কলকল কুলুকুলু প্রভৃতি

নানাশব্দে আমি, শুক্লকৃষ্ণ রক্ত কপিশ কর্ব্বুর কটা ফিকে ফ্যাকাসে প্রভৃতি হরেকরকম রংএ আমি।

বৃক্ষলতা পশুপক্ষী প্রভৃতির ভিতরও আমি ফাঁক পাইলেই প্রবেশ করি। পাকুড় নাকুড় প্রভৃতি মহা-বৃক্ষে, আমলকী বিভীতকী হরীতকী নারিকেল গুবাক কাঁঠাল প্রভৃতি ফলবান্ বৃক্ষে, কাশকুশ প্রভৃতি তৃণে, কণ্টিকারি কালকসুন্দে কাঁটানটে কচা পাথরকুচো শিঁয়াকুল আলকুশী ওকড়া কসাড় লটকান মাকাল কুঁচ প্রভৃতি আগাছায়, কামিনীধান কনকচুর বাঁকতুলসী তুধকলমা ও বুকরী চাউলে, কাঁওন মকাই কৃষ্ণতিল কৃষ্ণমুগ কালীকলাই ঠিকরী তেপেকে কুরুৎকলাই ইত্যাদি খন্দকুটোয়, স্কন্দমূলকে, সাকরকন্দ আলুতে, কেসুরে, আকের টিকলিতে, বাঁশের কোঁড়ায়, কলার কাঁদিতে, শাক কচু কাঁচকলা কদু কুমড়ো বাকার করোলা কাঁকুড় কাঁকরোল প্রভৃতি তরকারীতে, চুকোপালং কুল কয়েদবেল করমচা কামরাঙ্গা কাগজীলেবু প্রভৃতি টক জিনিষে (করকচ যোগে), কমলালেবু লকেটফল কিসমিস মনক্কা মস্কাট কলসীখেজুর প্রভৃতি মেওয়া

ফলে, আমি বিরাজ করি। আমারই কল্যাণে, ক্ষীর-কাঁঠাল ও কলমের আম পেটুক লোকের পক্ষে উপাদেয়। আমারই গুণে কাঁঠালে কলা কুলপিং কলা কানাইবাঁশী কলার সাহেবলোকের কাছে কদর। কাশীর কুলে পোকা আমারই কারসাজীতে। কীলিয়ে কাঁঠাল পাকান, পাকাকলা পাওয়া, কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখান, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি, এসব আমারই কীর্ত্তি।

কুসুমকাননে, অশোককিংশুকে, কদম্বকেতকীতে, কুন্দচম্পকে, কুসুন্তকুটজে, কুরুবক-করবীরে, নাগকেশর-কনকচম্পকে, কুমুদকহ্লার-কমল-কুবলয়ে, কামিনীবকুল-মল্লিকা-শেফালিকায়, কৃষ্ণকলি কৃষ্ণচূড়ায়, আকন্দমুচুকুন্দে, বাকসে, কলিকা ফুলে, ঝুমকোলতায় আমার অধিষ্ঠান। কুসুমেও আমি, কণ্টকেও আমি। কুঞ্জ-নিকুঞ্জে, কেয়ারি করা কৃত্রিম কাননে, কেসরে কিশলয়ে, কোরকে কলিকায়, শিকড়ে, কাণ্ডে, স্তবকে স্তবকে বা থকায় থকায় আমি বিরাজ করি। মকরন্দেও আমার গন্ধ পাও। আমারই স্পর্শে ক্রোটন অর্কিডের বাহার।

কাঠমল্লিকার দুইধারে থাকিয়াও সুঘ্রাণ দিতে পারি নাই এই আক্ষেপ রহিল। আকাশকুসুমও আমার চক্ষুর অগোচর নহে।

পক্ষীর দলে—কাকবকে, চক্রবাক-মৎস্যরঙ্কে চটক-পেচকে, ডাহুক পানকৌড়ী কাঁদাখোঁচায় আমার খোঁচা আছে। শকুনি কাঠঠোকরায় আমার ঠোকর সহিতে হয়। পক্ষীর কোটরে বা কুলায়ে আমার দর্শন পাইবে। কপোত বা কবুতরের বকবকমে, কাকাতুয়ার চীৎকারে, কাকের কাকা ডাকে, শালিকের কিচিরমিচিরে, কুক্কুটের কক্‌কক্‌রবে, পিক বা কোকিলের কুহুতানে, শুক-শারিকার মুখে কৃষ্ণ-রাধিকার কথায়, চাতকের ফটিক-জলে, চকোরের কৌমুদীপানে, বউকথাকও ও চোক গেল পাখীর বুলিতে আমিই মুখর। কুহু কেকা কূজন কাকলী সকলই আমার কলরব। কাকে কোকিলে কোন কথা জানে না, কাকে কাণ লইয়া যায়, কাকের বাসায় কোকিলের ছা, কাকের মুখে কোকিলের রা— এসব আমারই কারসাজী।

জীবলোকে আরও অনেক ক্ষেত্রে আমি আছি

পোকামাকড় ক্রিমিকীটেও আমার লক্ষ্য আছে। মশক-মক্ষিকা কেঁচো কেন্নো কাঁকলাস মাকড়সা টিকৃটিকি চামচিকে জোঁক কাঠপিঁপড়ে কাণকোটারি উকুন নিকি তাহারা সাক্ষী। কুঁয়েসাপে আমি, কালান্তরের কেউটের কুলোপানা চক্রেও আমি। সাপের কামড় বা কাটি ঘা আমারই কাণ্ড। তক্ষক আমার অসীম ক্ষমতার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। মাকড় মারলে ধোকড় হয়, আমারই কৌশলে।

জলচরের মধ্যে—কুমীর কাছিম কাঠুয়া কাঁকড়া শামুক শুশুক বা সাধুভাষায় কুম্ভীর বা নক্র, কচ্ছপ বা কূর্ম্ম, কর্কট বা কুলীরক, শম্বুক ও শিশুক আমার কৃপা-পাত্র। সিন্ধুঘোটকও আমাছাড়া নহে। কৈ কুঁচে পাঁকাল কালবোস কাতলা ভেটকি প্রভৃতি মৎস্য আমার নেকনজরে পড়িয়াছে। কুনো কোলা কটকটে তিন-রকম ভেকের মকমকেই আমার সাড়া পাইবে। কূপ-মণ্ডুকের আগেপিছে আমি খাড়া পাহারা দিই।

স্থলচরের মধ্যে, উল্লুক ভল্লুক আমার উপর ভর দিয়া দাঁড়ায়। মূষিক গন্ধগোকুলা হইতে বৃককরি-

কেশরী মর্কট বা কপি পর্য্যন্ত আমার অধিকারভুক্ত। কেঁদো বাঘে, খেঁকশিয়ালিতে, কুকুর-মেকুরে, ডাল-কুত্তায়, বকনা গরুতে, কৈলে বাছুরে, বকরা-বকরীতে আমি। আমারই কৃপায় কাল গরুর দুধ মিষ্ট। আমিই কাঠের বিড়ালকে দিয়া ইঁদুর ধরাই, ঘোটককে কদমে চালাই। নকুলকে নেউল, শূকরকে শূওর, শশককে খরগোস, শল্লকীকে শজারু, ঘোটককে ঘোড়া, শাবককে ছানা, বলিয়া কেন আমাকে ফাঁকী দাও? কুকুরকীর্ত্তনে বা খেঁকি কুকুরের কেঁউ কেঁউ ক্রন্দনে আমিই প্রকট হইয়াছি, কুকুরকুণ্ডলী আমিই পাকাইয়াছি, ধোপীকা কুত্তাকে না ঘরকা না ঘাটকা আমিই করিয়াছি। কুকের আড়গোড়ায়, বৈঠকখানার হাটে, আমার সাক্ষাৎ পাইবে। আবার গুহ্যক কিন্নর, যক্ষ-রক্ষঃ, রাক্ষসখোক্ষস, ডাকিনী শাকিনী বা শাকচূর্ণী, কাণকাটা বা কাঁধকাটা, হোঁদলকুৎকুতে প্রভৃতি কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারও আমারই কীর্ত্তি।

সমাজ ও সংসার।

জাতিকুল-বিচারে আমার কৃতিত্ব অস্বীকার করিতে পারিবে না। ইংরাজী Clan, caste, creed, আমার কীর্ত্তি। ককেশিয়ান জাতির প্রাধান্য আমারই প্রভাবে; ইয়াঙ্কিজাতির উন্নতির মূলেও আমি; কেণ্ট শক গ্রীক তুরকী কূর্দ্দ ক্যালমক কপ্‌ট্‌ কাফ্রী প্রভৃতি জাতির মধ্যে আমাকে পাইবে। কোচ কোল কুকী প্রভৃতি অসভ্য অনার্য্য জাতির মধ্যেও আমার গতিবিধি আছে।

বৈদিক ও কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতার নিদান আমি। শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণও আমাছাড়া নহেন। আবার কুলীন ও কাপ, নৈকষ্য কুলীন ও কষ্টশ্রোত্রিয়, মৌলিক, ত্রিকুলে, কেশরকুনী, কাশ্যপ-কাঞ্জারী প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ আমিই করিয়াছি। আধুনিক কাঞ্চনকৌলীন্যেও আমি। কাশ্যপ গোত্রে ও উক্ত গোত্রজ দক্ষে আমি ভরাভর করিয়াছি। বন্দ্যবংশীয় কুলীনদের চক্রবর্ত্তী ও মুখবংশীয় কুলীনদের ঠাকুর উপাধি আমার প্রদত্ত। কুলজ্ঞের কুলুজী বা কুলপঞ্জিকা ও ঘটক-

কারিকা আমিই চালাইয়াছি, ঘটক-ঘটকী আমিই লাগাইয়াছি, বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার নিকট আনাগোনা আমিই করিয়াছি, 'কনে' আমিই দেখাইয়াছি—তা কাল কুৎসিতই হউক আর সাকারা সুন্দরীই হউক। *পাকা দেখা, যৌতুক, বরদক্ষিণা আমার ব্যবস্থা, করুণে কন্যা, কন্যাশুল্ক ও বরবিক্রয় আমারই কুকীর্ত্তি, বিবাহ-ক্রিয়ায় লক্ষ কথায় সমাপন আমারই নিরূপণ। নিকা-তালাক আমারই কেরামতে।

ক্ষত্রিয়ে আমি, ক্ষেত্রীতে আমি, কায়স্থে আমি, কামার কুমারে আমি, কাঁসারি সেকরা কুরি মালাকারে আমি, নবশায়কে আমি, কৈবর্ত্তে আমি, কলুতে আমি, কুর্ম্মি কাহার কাওরায় আমি, কসাইএ পর্য্যন্ত আমি। বর্ণসঙ্করেও আমি বাদ যাই না। ধোপা নাপিত বেণে ময়রা শুঁড়ীকে রজক পরামাণিক বণিক্ মোদক শৌণ্ডিক বলিয়া ডাকিলে আমি পিছু পিছু ছুটিব। পাঠক নায়ক চক্রবর্ত্তী অধিকারী ঠাকুর কুশিয়ারি পাক-ড়াসি কাঞ্জিলাল মাষচটক বকসী সরকার শিকদার চাকলাদার চাকী কর ঠাকুরতা পুরকাইত মল্লিক বসাক

প্রভৃতি রকমারি বংশোপাধিতে আমি স্থান করিয়া লইয়াছি।

সকুল্যে আমি, কুটুম্ব-সাক্ষাতে আমি, রকম রকম সম্পর্কে আমি। বাপকে জনক বলিয়া ডাকিলে আমার আমলে আসিতে হইবে। 'খোকার অমুক' বলিয়া কুলবধূর কথার ছলও আমার শিক্ষা। শ্যালক শ্যালিকা বৈবাহিক বৈবাহিকীতে, আদরের ডাক কাকা কাকীতে, ঠাকুরদাদা ঠাকরুণদিদিতে, ঠাকুমাতে ঠাকরুণে (শ্বাশুড়ী), ঠাকুরপো ঠাকুরঝী ঠাকুরজামাইয়ে, বড়কুটুম্বে, সরকারী মামায়, আমি বিরাজ করিতেছি; বৌকাঁটকী শ্বাশুড়ীতে, কুমড়োকাটা বড় ঠাকুরেও আমার সাড়া পাইবে। বিপত্নীকে আমি, অপুত্রকে আমি, দত্তকে ভিক্ষাপুত্রে আমি, এমন কি আগন্তুকেও আমি।

কচিকাচা খোকাখুকী বালক বালিকা কিশোর কিশোরী লেড়্কা লেড়্কী ছোক্‌রা ছুক্‌রী সকলকেই লইয়া আমি ঘর করি। যুবকে আমি, কন্যাকালে আমি। ষোড়শী যুবতীরা আমার তোয়াক্কা রাখেন না, তাই আমি ক্রুর হইয়া কুড়ীতেই বুড়ী করিয়া দিই।

ডবকা বয়সে আমি, আবার বার্দ্ধক্যেও আমি। যাহার তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে, সেও আমার বশীভূত। এত কথায় কায কি, কুপোকাৎ হওয়ায়, অক্কা পাওয়ায়, শিঙ্গা ফোঁকায়, বা সাধুভাষায় পরলোকপ্রাপ্তিতেও আমাকে আটকাইতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে তাহাকে চিঠি লেখায়, রোকায়, Correspondenceএ, সেবক, আশীর্ব্বাদক, আজ্ঞাকারী, শুভাকাঙ্ক্ষী, কল্যাণবর, মদেকসদয়, স্বধর্ম্ম-প্রতিপালিকা, শ্রীচরণকমলেষু প্রভৃতি রকম রকম পাঠে, ঠিকানায়, সাকিম বা মোকামে, ডাকঘরে, টিকিট পোষ্টকার্ডে, প্যাকেটে, বুকপোষ্টে আমায় পাইবে। আমারই চক্রান্তে মনিঅর্ডারের কুপনে কালীর স্বাক্ষর ভিন্ন গ্রাহ্য হয় না।

শরীর ও সাজসজ্জা।

লোকের কলেবরে কতস্থলে আমাকে পাইবে। মস্তকে চিবুকে, কপালে কপোলে, স্কন্ধে কণ্ঠে, কফোনিতে, কটিতে কুক্ষিতে, কক্ষে বক্ষে, কোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে, অনামিকা কনিষ্ঠায়, অঙ্কে বা ক্রোড়ে বা চলিত কথায়, কোলে কাঁধে বুকে কাঁকে কোঁকে কলিজায় আমি। মস্তিষ্কে আমি, অন্তঃকরণে আমি, রক্তে আমি, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা ত্বকে আমি; জিহ্বায় প্রত্যক্ষভাবে না থাকিয়াও পরোক্ষভাবে কটুতিক্তকষায়-স্বাদ আমিই পাওয়াই। আবার অধিক অম্ল বা মিষ্ট খাইলে মুখ টকিয়া যায়, সেও আমারই ফাঁকী। নাকে সোঁক আমারই কৃপায়। শুক-নাসিকায়, টিকল নাকে, আমিই খাড়া হইয়া আছি। হাতকে কর বলিয়া, চুলকে কেশ বলিয়া, গাকে কায় বলিয়া, আমার ও সাধুভাষার মান রাখ না কেন?

'যেনাঙ্গেনাঙ্গিনো বিকারঃ' সেখানেও আমাকে পাইবে। কাণা কালা কুঁজো কুঠে মাকুন্দ কটাচোখো

বা বিড়ালাক্ষী আমার সাক্ষী ! মূকও আমার গুণ গায় ! কোঁকড়ান বা কুঞ্চিত কেশকলাপে আমার কেমন বাহার খুলিয়াছে দেখ দেখি ! আক্কেলদাঁতে, ফোকলাদাঁতে, কিণাঙ্ক বা কড়াপড়ায় আমি, কচড়া কালশিরেয় আমি, ফোস্কা নোকসা ফুসকুড়ি চুলকানিতে আমি, পাঁকুইএ আমি। কৃশ ক্ষীণ ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম শুষ্ককায়ে আমি, প্রকাণ্ড কলেবরেও আমি; শুক্লকেশে বা পাকা চুলে আমি, আবার কাঁচা চুলেও আমি। টাক পড়িলেও আমার হাত হইতে অব্যাহতি নাই। মুচকি হাসিতে আমি, করতালিতে আমি, যুক্তকরে আমি, আবার কষ্টহাসি কাষ্ঠহাসিতে কাষ্ঠনকুতায়ও আমি।

আমিই কুসুমকোমলা কুলকামিনীর বঙ্কিম কটাক্ষে কালকূট ঢালাই (কবির কথা কি অলীক ?), দক্ষিণা হাওয়ায় অলক নাচাই, চিকুরকুন্তলে কুন্তলীন অলোকা ম্যাকাসার রিফাইনড্ ক্যাষ্টর অয়েল মাখাই, কবরীতে কুসুম পরাই, কাঁকে কলসী দোলাই, নাকে মুক্তার নোলক ঝোলাই, চোখে কাজল ও চরণকমলে অলক্তক-রাগ লাগাই, মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে কণ্ঠী,

করকিশলয়ে কঙ্কণ, কটিতটে কাঞ্চী ও শ্রীপদকোকনদে কিঙ্কিণী চড়াই। ইহা ছাড়া কাঁটা কাণবালা ঝুম্‌কো মাকড়ী, চিক কণ্ঠমালা নেক্‌লেস কেবল-হার, কড় বাঁক কাঁঠিপয়লা মুড়কীমাদুলী নারকেলফুল, বাঁকমল চুটকী, এ সকল অলঙ্কার বানাইতে ও সেকরা ডেকে মোহর কেটে বালকবালিকার কোমরপাটা গড়াইতেও আমি। কেমিক্যাল ইলেক্ট্রোর অলঙ্কার আমার কারসাজি।

নারীর জ্যাকেট পেটিকোটে ক্রেপের কাপড়ে, কাঁচলিকষণে, বোরকা ও কাপড়ের কানাতে আবরু রক্ষায়, আমি। ঢাকাই চন্দ্রকোণা কল্‌মে প্রভৃতি রকম রকম কাপড়ে আমি, কস্তা কালা কল্কা কুঞ্জদার কুঁচ কোকিল প্রভৃতি রকুম রকম পাইড়েও আমি। ক্ষৌমবস্ত্র, চীনাংশুক, কিংখাব (চুমকীবসান), মটকা, কোরা, কাশীর সিল্ক, সবই আমার টানাপড়েন। পুরুষের কাঁচি ধুতিতে, কোরা কাপড়ে, কোঁচান কাপড়ে, কাঁধকাটা কাপড়ে, কাছা কোঁচা দেওয়ায়, মালকোঁচায়, কাচা পরায়ও আমি। পুরুষের পোষাকে —লংক্লথের কামিজ মায় ডক বা কেম্‌রিকের কফ,

কোট ওয়েষ্টকোট ক্যাপ কেপ কলার নেকটাই, পকেট, কমফর্টার, সক (Sock), ষ্টকিং, অথবা সেকেলে কাবা আচকান চাপকান, সকলই আমি সরবরাহ করি। ছাটকাট, ঝোঁকা দেওয়া, ঝাঁকোরে পোষাক কেনা, সবই আমার কৌশলে। বালকবালিকার ফ্রক নিকার-বকারে ত আমি আছিই, আবার পিনাফোরকে পেনিফ্রক করিয়া দলে টানিয়াছি। ক্রোমোলেদার বা বকস্কিন (buckskin) বা ক্যাম্বিসের পাদুকায়, কে এম দাসের চর্ম্মচটিকায় (!), আমি পড়িয়া আছি। ক্রীম, কব্রা, ব্ল্যাকিং, ব্ল্যাঙ্কো, ব্রঙ্কোয় আমি চিক্‌চিক্‌ করি। কুঙ্কুম-কস্তুরীর আদর আমার প্রাসাদাৎ। বাবুসজ্জায় আমিই ম্যাকেভের ঘটিকার সঙ্গে টেঁকে বা পকেটে ঢুকিয়াছি, আমিই চেনে লকেট হইয়া ঝুলিয়াছি, আমিই সিল্কের রুমালে ওডিকলোন কাশ্মীর বোকে মাখাইয়াছি, আমিই চতুর্থ পক্ষের বালিকা বধূর কর্ত্তার পাকা চুলে কলপ লাগাইয়াছি।

গৃহস্থালী।

এইবার ঘরগৃহস্থালীর কথা পাড়িব। কক্ষ, প্রকোষ্ঠ, চক, কোঠা, কুঠরী, খাসকামরা, কামরা, কাশ্মীরী বারাণ্ডা, রোয়াক, বৈঠকখানা, কম্‌পাউণ্ড, ডাকবাংলা সব আমিই প্রস্তুত করিয়াছি। অট্টালিকা ও কুটীরে আমি ভেদ করি না। আমি ইটটালিতে নাই কিন্তু পাটকেলে আছি, চূণে নাই কিন্তু সুরকিতে আছি; কাদা বা পাক দিয়া কাঁচা গাঁথুনি, সুরকি দিয়া পাকা গাঁথুনি, মেকি ও রেক্তার গাঁথুনি, চূনকাম, কলি ফিরান, সবই আমাকর্তৃক। আবার কঞ্চী কাবারী বাকারী দিয়া কুটির প্রস্তুত করা, মুট্‌কা মারা আমারই কায। আমি ঘরের কোণেকাণাচে, খিড়কিতে ফটকে, উকি-ঝুকি মারি, কড়িকাঠে বা কপাটে চৌকাঠে ঠেকি, শিকল শিকা তাক কুলুঙ্গি ব্র্যাকেট কার্ণিশ হইতে ঝুলি. শিক হুঁড়কো হুক পেরেক স্ক্রুপ লাগাই, আবার আমিই পড়োবাড়ী ঠেকো বা ঠেকনো দিয়া রাখি। আমি চৌকী কৌচ কেদারায় বসি. পালঙ্ক (পল্যঙ্ক) বা

তক্তাপোষে বা (কেম্বিসে ঢাকা) ক্যাম্পখাটিয়ায় শুই. টিকিংএর তাকিয়ায় ঠেস দিই, কম্বল তোসোক কার্পেট বিছাই, খোকাখুকির নেকরা কানি কাঁথা গোছাই।

গৃহস্থালীর বাক্স ডেক্স ট্রাঙ্ক মশক মটকি ক্যানিস্তার কড়া কেটলী চাকী চাকতী, কাঁসার বা কালাই করা রেকাবী কিরিচ কাঁসী চুমকীঘটী, কুঁজো কলসী হাঁড়ী-কুঁড়ী কেঁড়ে, কুনকে রেক কাঠা কৌটা কটোরা বারকোষ, কাঁচকড়ার জিনিষ, কাচের ফুকোশিশি কার্ব্বা, পিকদান পিক্রী কাণখুসকী কাঁকুই কাজললতা খড়কে কাঠী কেরসিনের কূপী ; কাঠ কোককয়লা কুচুলি করাতগুঁড়া ; ঢেঁকি কুলো, টোকা, কোদাল কুড়ূল কাস্তে কাটারী চাকু, পরামাণিকের ক্ষুরকাঁচী, কামারের উকো ও করাত, এ সকলই আমার হেফাজতে আছে। কূপ ও পুষ্করিণী কাটান, মাকু টেকো কাপাস চরকা লইয়া কাটনা কাটা, কুটনো কোটা, কাপড় কাচা, কাপড় কোঁচান, চাল কাঁড়ান, কাঠ কুড়ান, সকল কাযেই আমি। আমি না থাকিলে শুধু মধুতে চাক বাঁধিত না, শুধু বেলুনে চাকতীর

অভাব ঘুচিত না, বিনা চক্রে গাড়ী চলিত না, বিনা ফোকরে কড়িকাঠ ঝুলিত না।

আমি ঘোড়ার জিনলাগামে নাই কিন্তু রেকাবে আছি, ডুলি খাটুলিতে নাই কিন্তু পাল্কী বা শিবিকায় আছি, রথে নাই কিন্তু কর্ণীরথে আছি, যানে নাই কিন্তু শকটে আছি, গাড়ীর ভিতরে নাই কিন্তু কোচ-বাক্সে আছি, জাহাজ ষ্টীমারে নাই কিন্তু ক্রুজারে ডেকে ডকে ক্যাবিনে কাছিতে, আছি, রেলগাড়ীতে নাই কিন্তু লোকোমোটিভ এঞ্জিনে ও ব্রেকভ্যানে আছি, লগেজে নাই কিন্তু বোঁচকায় আছি, বোটে নাই কিন্তু নৌকায় আছি, ব্রিজ পুল পণ্টুন টনেলে নাই কিন্তু সাঁকোয় ক্যানালে লকে আছি, উটের গাড়ীতে গরুর গাড়ীতে নাই কিন্তু এক্কা ঠিকা কেরাঞ্চী রিক্স ট্র্যামকার মোটর কার ট্যাক্সিক্যাবে আছি, এক কথায়, সোজা পথে নাই কিন্তু বাঁকাপথে আছি। রেলকোম্পানীর কলের গাড়ীতে, ডাক গাড়ীতে, বিশেষ করিয়া কর্ড লাইনে গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইনে, আমার সর্ব্বদাই গতিবিধি। কন্‌সেশান টিকিটে আমার প্রসন্নমূর্ত্তি,

কোলিশ্যানে আমার বিকটমূর্ত্তি। কোষ্টক্যানাল লাইন আমারই কীর্ত্তি। আমি আছি বলিয়াই নাবিক কম্পাসের কাঁটায় চক্ষুঃ রাখিয়া মাঝদরিয়ায় কূল কিনারা পায়।

কলা।

কারুকার্য্যে, কারিগরে ও তাহার উপকরণে, ভাস্কর্য্যে, চিত্রকার্য্যে, কলায়, তৌর্য্যত্রিকে আমার অনুরাগ বিলক্ষণ : নাচাকোঁদায়, ঘুরপাক দেওয়ায়, আমি খুব রাজী। আবার নাচতে না জানলে আমিই উঠান বাঁকা বলিয়া সারিয়া লই। গায়ক-নর্ত্তক-বাদকে, কালোয়াতে, সাকরেদে, কেয়াবাতে, আঁকোর (encore) ক্যাপিট্যালে, কায়দা করতবে, গমকে, তুক্কায়, গানের কলিতে, কবিগানে, কীর্ত্তনে, মধুকানে, কলের গানে, বেকা রেকর্ডে, আমি মজ্‌গুল হইয়া আছি। একতালা, কাওয়ালি, ঠেকা, আড়াঠেকা, ফাঁকতাল প্রভৃতি তালে ও কানাড়া কালনেংড়া কেদারা ইমন-কল্যাণ দীপক প্রভৃতি রাগরাগিণীতে আমি মূর্ত্তিমান্। কর্কশকণ্ঠেও আমি, কিন্নরকণ্ঠেও আমি। ডঙ্কায়, টিকারা কাড়ায়, ঢাকে ঢোলকে, ঢাকের কাঠীতে, ঢোলকের কুড়্ তাকে, কাঁসীকাঁসর করতালে, রোশনচৌকীতে,

একতারায় এবং একর্ডিয়ন পিক্‌লু ক্ল্যারিওনেট প্রভৃতির কন্‌সার্টে আমিই পাড়া মাৎ করি।

হালকা হাসি, ইয়ারকি, ফুক্কুড়ি, মস্‌কারায় আমি পরিপক্ক। ক্রীড়াকৌতুকে আমার অপার আনন্দ। কুস্তির কায়দাকানুনে আমি, শীকারের লক্ষ্যে আমি, ক্রিকেট কপাটিতে হকিষ্টিকে আমি, অক্ষক্রীড়া কন্দুক-ক্রীড়ায় আমি, কড়িখেলায় আমি, পুত্তলিকা ক্রীড়নকে আমি। আবার কাণামাছি সিঁদূরটোকাটুকী নবীনতুরকী লুকোচুরী অষ্টাকষ্টি ইকড়িমিকড়ি ইস্‌কিমিস্‌কি প্রভৃতি ছেলেখেলায়ও আমি। পাশাখেলায় পাকা ঘুটি আমিই কাঁচাই, কচে বারো দান আমিই ফেলাই। দাবাখেলায় ছকে আমি, রোস্কায় আমি, নৌকায় আমি, কিস্তিতে আমি, কিস্তিমাতে আমি, অশ্বচক্রে আমি। গ্র্যাবু-খেলায় ইস্তককাবার ইস্কাবন টেক্কা ছক্কায় আমি, প্রেমারার কাতুরে আমি।

আহার।

এইবার ভক্ষ্যভোজ্যের কথায় 'মধুরেণ সমাপয়েৎ।' ক্ষুধায় আমি, ভক্ষণে আমি, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে আমি, পাকসাকে আমি, পাকপ্রণালীতে আমি, পরিপাকে আমি। সূপকার হালুইকর বামুনঠাকুর ঠিকা-বামুন (বাঁকুড়াবাসী) আমার হাতধরা, ইংরাজী (cook) কুক্ ত আমারই হাতে গড়া। কাঁটা চামচে ধরিলেও আমি হাতে লাগিয়া থাকিব। মলক্কাস হইতে মসলা আমদানী করিতে আমি মজবুত। মল্লিকের ইকমিক কুকারে আমার জয়জয়কার। আকা বা চৌকায় (উনানে), ছ্যাককলকলে, কুঁচকি কণ্ঠা গেলায়, আমাকে পাইবে। নিজের রান্না কেবল ঠাকুর ও কুকুরের ছাড়া আর সকলের কদর্য্য লাগে, সে আমারই চক্রান্তে! মুণ্কে রঘু ও আধমুণে কৈলাস আমারই কল্যাণে কীর্ত্তিমান্।

আমি চর্চ্চরী সস্‌সরী ঘণ্ট ডালনা ডাল ভাজা ঝাল ঝোল অম্বলে নাই বলিয়া শঙ্কিত হইও না, শাকসুক্তায়

(বিশেষ করিয়া কন্‌কার শাক কলমীর শাক কচুর শাক ঢেঁকীর শাকে), রকমারী তরকারীতে, ধোঁকার ঝালে, কলাইএর ডাল ও টকে রহিয়াছি। আবার আমি লুচি পুরী রুটী পরোটা শিঙ্গারা পাঁপরে নাই বলিয়া কষ্টবোধ করিও না, ছকা শাকভাজা কুমড়ার তরকারী কচুরী নিমকীতে রহিয়াছি। আমি চাটনী আচারে নাই বলিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইও না, নুনকুল কাসুন্দীতে আছি। আমি চাউলে নাই কুঁড়োয় আছি, ময়দায় নাই চোকোলে আছি, ধনে সর্ষে হলুদে নাই, লঙ্কা কালাজিরেয় আছি। চন্দ্রকোণার মটকীর ঘী আমারই জন্য উৎকৃষ্ট। ফুটকড়াই মুড়কী ও মকাইএর বা কনকচূর ধানের খই, আমারই যোগাড়ে প্রস্তুত হয়। টাট্‌কা চা'ল কড়াই ভাজা ও পকোড়ী ভাজা আমারই কল্যাণে কুড়মুড় করিয়া খাও। ক্ষুধার চোটে কাঁজী ও কড়কড়া ভাতও পড়িতে পায় না। সাহেবী ধরণে বিস্কুট কেক্ চকোলেট কম্‌ফিটস্‌ও সুযোগ পাইলে আমার বাদ যায় না। পক্ষান্তরে, কপি কড়াইসুটী কাতলার মুড়ো দিয়া কালিয়া, কাবাব শিককাবাব কোর্ম্মা কোপ্তা কারি

কাটলেট এসবই আমি সরবরাহ করি। আর কাণে কাণে আর এক কথা কহি—নিষিদ্ধ কুক্কুটমাংস আমারই সংস্পর্শে সুমিষ্ট।

স্বকর্ম্মজ্ঞ বিদূষক বা ঔদরিক ব্রাহ্মণের চিরপ্রিয় মিষ্টান্নের কথা যদি তোল, তবে মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, সেকেলে মানকরের কদমা, কাটাফেণি, তিলকুটো, কটকটে পক্কান্ন লড্ডুক মোদক পিষ্টক আস্‌কেপিটে সরুচিকুলি, কাঁওনের পায়েস হইতে ঢাকার পাতক্ষীর, যোড়াসাঁকোর ক্ষীরমোহন, ক্ষীরখণ্ড ক্ষীরেলা, কাঁচা-গোল্লা অবাক্‌সন্দেশ লেডিকেনি রসকদম্ব কালজাম আইসক্রিম বা কুলপিবরফ পর্য্যন্ত কিছুতেই আমার অরুচি নাই। অভাবে শর্করা, মিছরির কুঁদো, মিছরির সিরকাতেও আপত্তি নাই। আহারের পূর্ব্বে কাফি কোকো পিকো টী কন্‌ডেন্‌সড্‌ মিল্ক প্রভৃতি অনুপান, আহারান্তে কর্পূরবাসিত বা ক্যাওরার জলপান ও পাণের সরঞ্জাম কেয়াখয়ের কাবাবচিনি কর্পূর গুবাক প্রভৃতি কখনই অগ্রাহ্য নহে। পানের পিক ফেলিতেও আমি কম ওস্তাদ নহি।

মুখশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধূমপানের ব্যবস্থাও আমার আছে। মিঠাকড়া তামাক গুড়ুক কলিহুকা, হুকা-কলিকা, বৈঠক সটকা, টীকে কয়লা, ঠিকরে ছিচকে, চকমকি, দীপশলাকা বা দীয়াশলাইএর কাঠি—সবই আমার যোগাড় আছে। আবশ্যক হইলে শুকা দোক্তা গঞ্জিকা কালাচাঁদ কোকেন ও হুইস্কি এক্কা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারি। কিমধিকমিতি!

(নিষ্ক্রান্ত)

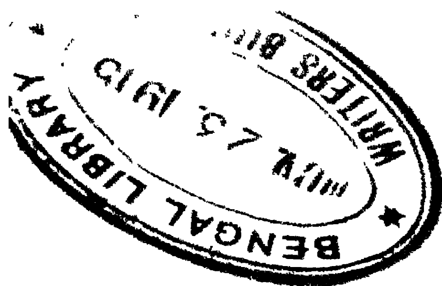
গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

ফোয়ারা (রেশমী কাপড়ে বাঁধাই)	১৲
অনুপ্রাস (হরগৌরীর মূর্ত্তি ত্রিবর্ণে মুদ্রিত)	॥০
ব্যাকরণ-বিভীষিকা (২য় সংস্করণ)	।৵০
বাণান-সমস্যা	⁄০
সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা	৵০
ছড়া ও গল্প (শিশুপাঠ্য ছবির বই)	।০
আহ্লাদে আটখানা (,, ,,)	।/০

প্রাপ্তিস্থান—

বঙ্গবাসী কলেজ স্কুল বুকষ্টল

২৫।১ স্কট্ লেন, কলিকাতা।


BENGAL LIBRARY
WRITERS BI